বঙ্গানুবাদ-খোৎবা

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ ইমামুল মিল্লাতে অদ্দিন, শাইখুল-হুদা মুজাদ্দিদে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর-শাহ, সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—সুপ্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ মুছান্নিফ ও ফকিহ, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা মাওলানা

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

পীরজাদা মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহঃ)এর পুত্রগণের পক্ষে মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

"নবনূর প্রেস" বশিরহাট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

* তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭ সাল।

সাহায্য মূল্য—২৫ টাকা মাত্র।

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على
رسوله سيدنا محمد و آله و اصحبه اجمعين

বঙ্গানুবাদ খোৎবা

জুমা, ঈদ ও নিকাহর খোৎবা সম্বলিত।

(—০—):০:(—০—)

জুমার প্রথম খোৎবা।

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
আহ্‌লেহাদীস উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَ نُصَلِّيْ وَ نُسَلِّمُ عَلَى الْمُصْطَفٰى سَيِّدِ النَّبِيِّيْنَ-

وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ★

"যে আল্লাহ আমাদিগকে ঈমানদারদিগের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন, তাঁহারই জন্য সর্ব্ববিধ প্রশংসা এবং যে নবি মোস্তফা, পয়গম্বরগণের অগ্রণী, তাঁহার প্রতি আমরা দরুদ ও ছালাম প্রেরণ করিতেছি এবং তাঁহার বংশধরগণের ও ছাহাবাগণের প্রতি (দরুদ ও ছালাম প্রেরণ করিতেছি)।"

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا

اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ص

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ

خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ-তায়ালার আদেশ পালন কর, রাছুলের এবং তোমাদের মধ্যে আদেশদাতাগণের (বাদশাহ ও এমামগণের) আদেশ পালন কর। অনন্তর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধ কর, তবে তোমরা উক্ত বিষয়কে আল্লাহ ও রাছুলের দিকে উপস্থিত কর—যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাক, ইহা উৎকৃষ্ট ও উত্তম পরিণাম।" ইহা ছুরা নেছার ৮ রুকুতে আছে, ইহাতে কোর-আন, হাদিছ ও এমামগণের আদেশ মান্য করার এবং বিরোধজনক বিষয়ে কোর-আন ও হাদিছের নজির ধরিয়া কেয়াছি ব্যবস্থা করার কথা আছে।

وَ اِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ

اَذَاعُوْا بِهٖ ۚ وَ لَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰى اُولِى

الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۚ

وَ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

এবং যদি তাহাদের নিকট শান্তি কিম্বা ভয়ের কোন সংবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহারা উহা প্রকাশ করিয়া ফেলে, আর যদি তাহারা উক্ত বিষয়টি রাছুল এবং তাহাদের মধ্যে আদেশদাতাগণের (এমাম মোজতাহেদগণের) নিকট উপস্থিত করিত, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা উক্ত বিষয়টি এজতেহাদ করিয়া আবিষ্কার করেন, তাহারা উহা অবগত হইতে পারিতেন।

"আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া না হইত, তবে তোমরা অল্প সংখ্যক ব্যতীত শয়তানের অনুসরণ করিতে।" ইহা ছুরা নেছার ১১ রুকুতে আছে, এই আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে উপস্থিত ঘটনাবলীতে এজতেহাদকারী এমামগণের মত গ্রহণ করা ওয়াজেব।

وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

"এবং আমি তোমার পূর্ব্বে উক্ত পুরুষগণ ব্যতীত প্রেরণ করি নাই—যাহাদের নিকট আমি অহি প্রেরণ করিতাম, কাজেই তোমরা যদি না জান, তবে আহলে-জেকেরকে জিজ্ঞাসা কর।" ইহা ছুরা নহলের ৬ রুকুতে আছে, ইহাতে সাধারণ লোককে এমাম মোজতা-হেদগণের আদেশ পালন করার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

"অনন্তর তাহাদের প্রত্যেক বৃহদ্দলের মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্রদল কেন এই উদ্দেশ্যে বহির্গত না হয় যে, তাহারা 'দীন' সম্বন্ধে ফকিহ (তত্বজ্ঞ) হয় এবং যখন তাহাদের স্বজাতিদিগের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবে, আশা করা যায় যে তাহারা ভয় করিবে।" ইহা ছুরা তওবার ১৫ রুকুতে আছে। এই আয়তেও সাধারণ লোকের পক্ষে ফকিহ এমামগণের আদেশ পালন করা ওয়াজেব হইয়াছে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَ اللّٰهُ يُعْطِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ ●

"(হজরত) নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ যাহার কল্যাণ কামনা করেন, তাহাকে দীনের ফকিহ করেন, আমিই (এল্‌ম) বণ্টনকারী এবং আল্লাহ (উহার বুঝিবার শক্তি) প্রদান করেন।" সহিহ বোখারি ও মোছলেমে এই হাদিছটি আছে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقِيْهٌ

وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَ ابْنُ مَاجَةَ ●

"(জনাব) রাছুলুল্লা (ছাঃ) বলিয়াছেন, একজন ফেক্‌হ তত্ত্ববিদ আলেম শয়তানের পক্ষে সহস্র দরবেশ (তাপস) অপেক্ষা সমধিক কঠিন। তেরমিজি ও এবনো-মাজা এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।"

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَصْلَتَانِ

لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَ لَا فِقْهٌ

فِى الدِّيْنِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ★

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, দুইটি স্বভাব কোন মোনাফেকের (কপটের) মধ্যে একাধারে পাওয়া যায় না সৎস্বভাব এবং দীন সংক্রান্ত ফেক্‌হ।" তেরমেজি এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَضَّرَ اللهُ

عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَ اَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ

فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلَى مَنْ هُوَ

اَفْقَهُ مِنْهُ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُو دَاؤُدَ

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ উক্ত বান্দাকে আনন্দিত করুন যে আমার কথা শ্রবণ করিয়া উহা স্মরণ করে এবং উহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া (অন্য লোকদিগকে) শিক্ষা দেয়, কেননা অনেক হাদিছেরহাফেজ, ফকিহ নহেন এবং অনেক হাদিছেরহাফেজ এমন লোককে উহা শিক্ষা দেন যে তদপেক্ষা সমধিক ফকিহ।" আহমদ, তেরমেজি ও আবু দাউদ উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلَّا سَاَلُوْا اِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَ اِبْنُ مَاجَةَ ★

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন তাহারা অবগত নহেন, তখন তাহারা কেন জিজ্ঞাসা করিলেন না? কেননা জিজ্ঞাসা করাতেই পীড়িতের রোগ আরোগ্য (অনভিজ্ঞ লোকের শান্তি) হইয়া থাকে। আবুদাউদ ও এবনো-মাজা এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।" ইহাতে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে এমাম মোজতাহেদগণের মত গ্রহণ করা ওয়াজেব সপ্রমাণ হয়।

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيْرًا ★

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, এবং যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে সত্যপথ প্রকাশ হওয়ার পরে রাছুলোল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ঈমানদার গণের বিপরীত পথের অনুসরণ করে, যাহা সে পছন্দ করিয়া লইয়াছে, আমি তাহাকে সেই দিকে লইয়া যাইব এবং তাহাকে দোজখে পৌছাইয়া দিব এবং উহা কদর্য্য স্থান।" এই আয়তটি ছুরা নেছার ১৭ রুকুতে আছে। ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, এমাম মোজতাহেদগণ একবাক্যে যে কথা বলিয়াছেন বা একতাভাবে যে কার্য্য করিয়া ছেন, উক্ত এজমা মান্য করা ওয়াজেব এবং উহার বিপরীত পথে গমন করিলে, দোজখবাসী হইতে হইবে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ

عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "এবং এইরূপ আমি তোমাদিগকে মধ্যম উম্মত করিয়াছি, এই হেতু তোমরা লোকদিগের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদাতা হইবে এবং রাছুল তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হইবেন"। ইহা ছুরা বাকারের ১৭ রুকুতে আছে। এমাম বোখারি বলিয়াছেন, এই আয়তে বুঝা যায় যে, বিদ্বান্ সম্প্রদায়ের এজমা মান্যকরা ওয়াজেব।

قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ

نَعَمْ دُعَاةٌ عَلٰى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ اَجَابَهُمْ

اِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا

قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَ يَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ اِنْ اَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ اِمَامَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ☐

"হোজায়ফা বলিলেন, এই উত্তম জামানার পরে মন্দ জামানা হইবে কি ? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, হাঁ, কতকগুলি লোক দোজখের দ্বারগুলির দিকে আহ্বানকারী হইবে, যে ব্যক্তি তাহাদের মতের দিকে আকৃষ্ট হইবে, তাহারা উক্ত ব্যক্তিকে উহাতে নিক্ষেপ করিবে। হোজায়ফা বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ আপনি তাহাদের লক্ষণ বর্ণনা করুন। হজরত বলিলেন, তাহারা আমার উম্মত শ্রেণীভুক্ত হইবে এবং আমাদের রসনায় কথা বলিবে। হোজায়ফা বলিলেন, যদি আমি উক্ত জামানায় উপস্থিত হই, তবে আপনি আমার প্রতি কি আদেশ করেন ? হজরত বলিলেন, তুমি মুসলমানগণের বৃহদ্দল ও তাহাদের এমামের অনুসরণ করা ওয়াজেব জানিবে।" এমাম বোখারি ও মোছলেম উক্ত হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِىْ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَ يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِى النَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ✪

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতকে গোমরাহির উপর একত্রিত করিবেন না, বৃহদ্দলের উপর আল্লাহতায়ালার রহমত

আছে, যে ব্যক্তি (বৃহৎ জামায়াত হইতে) বিচ্ছিন্ন হইল, সে একাকী দোজখে পড়িল। তেরমেজি এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شَذَّ

فِى النَّارِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ★

হজরত বলিয়াছেন তোমরা বড় জামায়াতের অনুসরণ কর, কেননা যে ব্যক্তি (বড় জামায়াত হইতে) বিচ্ছিন্ন হইবে, সে ব্যক্তি একাকী দোজখে পড়িবে। এবনো-মাজা এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَ الْعَامَّةِ رَوَاهُ اَحْمَدُ

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা বৃহৎ জামায়াতের অনুসরণ করা ওয়াজেব করিয়া লও। আহমদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।"

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ

الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاؤُدَ □

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ বড় জামায়াত ত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি নিশ্চয় নিজের গলদেশ হইতে ইস্‌লামের রজ্জুকে খুলিয়া ফেলিল। আহমদ ও আবুদাউদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন। উপরোক্ত হাদিছগুলি দ্বারা প্রমাণীত হইল যে, মুসলমানদিগের আলেম সম্প্রদায়ের এজমা মান্য করা ওয়াজেব।

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ؕ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ০

নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ নবী (ছাঃ) উপর দরূদ প্রেরণ করেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাঁহার উপর দরূদ পাঠ কর এবং ছালাম প্রেরণ কর। এবং আমাদের শেষ দোয়া এই— সর্ব্ববিধ প্রশংসা জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক আল্লাহতায়ালার জন্য।

ছানি খোৎবা।

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ

عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ

وَ اَزْوَاجِهٖ اَجْمَعِيْنَ ★

"জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক আল্লাহতায়ালাই সর্ব্ববিধ প্রশংসার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। রাছুলগণের অগ্রণীর, তাঁহার বংশধর-গণের, তাঁহার সাহাবাগণের ও তাঁহার সমস্ত স্ত্রীর উপর দরূদ ও ছালাম নাজিল হউক।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ

اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ 8

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, নবির পক্ষে উচিৎ হয় নাই যে, তাঁহার জন্য বন্দী সকল হইবে - যতক্ষণ (না) তিনি জমিতে রক্তপাত করেন।" এই আয়তটি ছুরা আনফালের ৯ রুকুতে আছে। হজরত নবি (ছাঃ) বদরের যুদ্ধের বন্দিদিগকে অর্থ বিনিময় লইয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হয়। ইহাতে হজরতের নিজের কেয়াছ করা সপ্রমাণ হইতেছে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا

قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ ۞

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, তোমরা যে খোর্ম্মা বৃক্ষের গুড়ি কর্ত্তন করিয়াছ কিম্বা উহা উহার মূলের উপর স্থায়ী অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছ, তাহা আল্লাহতায়ালার হুকুমে হইয়াছে।" ইহা ছুরা হাশরের প্রথম রুকুতে আছে। সাহাবাগণ শত্রুদের দেশ আক্রমণ করিয়া দুই দল হইয়া গেলেন একদল তাহাদের খোর্ম্মা বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন, অন্য দল উহা পরিণামে মুসলমানদিগের হইবে ধারণায় কর্ত্তন না করিয়া রাখিয়া দিলেন, আল্লাহ তাঁহাদের এই কেয়াছি মতদ্বয় সমর্থন করিয়া উক্ত আয়ত নাজিল করিয়াছিলেন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاعْتَبِرُوْا يَاُولِى الْاَبْصَارِ ۞

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, হে জ্ঞানিগণ, তোমরা কেয়াছ কর।" ইহা ছুরা হাশরের প্রথম রুকুতে আছে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ

الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۝

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ (কামেল) করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়া'মতকে পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের জন্য দীন ইসলাম পছন্দ করিলাম।" ইহা ছুরা মায়েদার প্রথম রুকুতে আছে। কেয়াছি মত-গুলি শরিয়তের অংশ ধরিয়াই দীন ইসলাম পূর্ণ হইল।

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ

وَ اِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَاَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ وَاحِدٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন আদেশদাতা আদেশ প্রদানকরে এবং এজতেহাদ (কেয়াছ) করিয়া সত্য মত প্রকাশকরে, তবে তাহার পক্ষে দুইটি নেকী হইবে আর যদি ব্যবস্থা প্রদান করিতে কেয়াছ করিয়া ভ্রান্তিমূলক মত প্রকাশ করে, তবে তাহার পক্ষে একটি নেকী হইবে। বোখারি ও মোসলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।" ইহাতে এমাম মোজতাহেদগণের কেয়াছ করার হুকুম হইয়াছে।

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْعِلْمُ

ثَلٰثَةٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْسُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ

وَ مَا كَانَ سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

وَ ابْنُ مَاجَةَ ★

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, এল্‌ম তিন প্রকার—(১) আয়ত যাহার মর্ম্ম স্পষ্ট ও যাহা মনছুখ নহে, (২)হাদিছ যাহা সহিহ প্রমাণযোগ্য, (৩) কেয়াছি মসলাগুলি যাহা গ্রহণ করা কোর-আন ও হাদিছের তুল্য ওয়াজেব, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু আছে উহা বাহুল্য। আবু দাউদ ও এবনো-মাজা এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ

تَقْضِيْ اِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ اَقْضِى بِكِتَابِ

اللهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ

رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ فَاِنْ لَمْ

تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ قَالَ اَجْتَهِدُ رَأْيِيْ وَلَا اٰلُوْ

قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

عَلٰى صَدْرِهٖ وَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَ فَّقَ رَسُوْلَ

رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا يَرْضَى بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَ الدَّارِمِيُّ ★

"মোয়াজ বেনে জাবাল হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যে সময় তাঁহাকে 'ইমন' দেশের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যখন তোমার সমক্ষে কোন বিচার ব্যবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তুমি কিরূপে ব্যবস্থা বিধান করিবে? মোয়াজ বলিলেন, আল্লাহতায়ালার কোরআন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিব। হজরত বলিলেন, যদি তুমি (উহার ব্যবস্থা) আল্লাহতায়ালার কোর-আনে না পাও,)তবে কি করিবে ?)তিনি বলিলেন, রাছুলুল্লাহ(ছাঃ) এর হাদিছ অনুযায়ী (ব্যবস্থা বিধান করিব)। হজরত বলিলেন, যদি তুমি (উহা) আল্লাহতায়ালার কোর-আনে ও রাছুলের হাদিছে না পাও, (তবে কি করিবে ?) তিনি বলিলেন, নিজ বুদ্ধি দ্বারা কেয়াছ করিব এবং (উহাতে) ত্রুটি করিব না। ইহাতে রাছুলুল্লাহ(ছাঃ) তাঁহার বক্ষের উপর হস্ত রাখিলেন এবং বলিলেন, যে আল্লাহ তায়ালা নিজের রাছুলের প্রেরিত লোকের অন্তরে উক্ত রাছুলের মনোনীত মতটি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্ববিধ প্রশংসার উপযুক্ত। তেরমেজি, আবুদাউদ ও দারমি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত কয়েকটি হাদিছে কেয়াছের শরিয়তের দলীল হওয়া এবং উহা মান্য করা ওয়াজেব হওয়া সপ্রমাণ হইয়া গেল।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَالِيْ اَرَاكُمْ

رَافِعِي اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا

فِى الصَّلٰوةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ★

"(সাহাবা) জাবের বেনে ছোমরা বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার কি হইয়াছে যে. তোমাদিগকে উদ্ধত ঘোটকবৃন্দের লেজের ন্যায় দুই হাত উঠাইতে (রফা-ইয়াদাএন করিতে) দেখিতেছি, তোমরা নামাজে স্থির হইয়া থাক। মোছলেম এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন।"

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلٰوةَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى وَلَمْ

يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً وَّاحِدَةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْ دَاوُدَ

وَ النَّسَائِيُّ ✪

"(হজরত) এবনো-মছউদ বলিয়াছিলেন. আমি কি তোমাদের সহিত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর নামাজ পড়িব না ? তৎপরে তিনি নামাজ পড়িলেন এবং একবার ব্যতীত দুই হাত উঠাইলেন না।—তেরমেজি আবু-দাউদ ও নাছায়ি।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِذَا

كَبَّرَ وَ رَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَ ارْكَعُوْا وَ اِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ *

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম যে সময় তকবির পড়ে এবং রুকু করে, তোমরাও তকবির পড় এবং রুকু কর। আর যে সময় এমাম কোর-আন পড়ে, তোমরা চুপ করিয়া থাক।" মোছলেম।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَ اِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ □

"(হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম এই জন্যই নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে যে, তাহার অনুসরণ (এক্তেদা) করা হইবে, যখন এমাম তকবির পড়ে, তখন তোমরা তকবির পড়, আর এমাম যে সময় কোর-আন পড়ে, তখন তোমরা চুপ করিয়া থাক।" আবুদাউদ, নাছায়ি ও এবনো-মাজা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا وَرَاءَ الْاِمَامِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَ التِّرْمِذِيُّ ❁

"(সাহাবা) জাবের বেনে আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ এক রাক্য়াত নামাজ পড়িল, যে উহার মধ্যে ছুরা ফাতেহা পড়িল না,

সে ব্যক্তি যেন নামাজ পড়িল না, কিন্তু এমামের পশ্চাতে থাকিলে, (ছুরা ফাতেহা পড়িতে হইবে না)।"—মালেক ও তেরমেজি।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ لاَ يَقْـرَأُ خَلْفَ الاِمَامِ

رَوَاهُ مَالِكٌ ✱

"(ছাহাবা) এবনো-ওমার কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি এমামের পশ্চাতে কোর-আন পড়িতেন না।"—(এমাম) মালেক।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ لاَ قِرَأَةَ خَلْفَ الاِمَامِ فِي

شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوٰتِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ الطَّحَاوِيُّ ☐

"(ছাহাবা) জায়েদ বেনে ছাবেত বলিয়াছেন, এমামের পশ্চাতে কোন নামাজে কোর-আন পড়িতে হইবে না।" মোছলেম ও তাহাবি।

عَنْ اَبِي بَكْرَةَ انَّهُ انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلَى الصَّفِّ

فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ

حِرْصًا وَ لاَ تَعُدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ★

"আবুবকর হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় উক্ত নবি (ছাঃ) রুকুতে ছিলেন, এমতাবস্থায় উক্ত ছাহাবা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া (নামাজের) সারিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রুকু করিলেন।

তৎপরে নবি (ছাঃ)কে এই সংবাদ অবগত করান হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, খোদাতায়ালা (নামাজের প্রতি) তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করুন, কিন্তু তুমি আর তদ্রূপ কার্য্য করিও না (অর্থাৎ সারিতে না পৌঁছিয়া নামাজ আরম্ভ করিও না)। বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।” উক্ত হাদিছে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হজরত আবুবকর ছাহাবা ত্রস্তভাবে রুকু করায় ছুরা ফাতেহা পড়িতে পারেন নাই। যদি মোক্তাদিগণের পক্ষে এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পাঠ করা আবশ্যক হইত, তবে জনাব নবি (ছাঃ) উক্ত ছাহাবাকে পুনরায় নামাজ পড়িতে আদেশ করিতেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ ○ فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ
الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ✪

“আবু-হোরায়রা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যে সময় এমাম ছুরা ফাতেহা শেষ করেন, তোমরা আমিন পাঠ কর, কেননা যাহার আমিন পাঠ ফেরেশতাগণের আমিন পাঠের সহিত ঐক্য হয়, তাহার পূর্ব্বকার গোনাহ মার্জ্জনা হইয়া যায়।—বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

এই হাদিছে আমিন পাঠ করিতে আদেশ করা হইয়াছে, এমামের ছুরা ফাতেহা শেষ করা কালে একদল মোক্তদী ‘মালেকে’ কেহ ‘ইয়াকা’, কেহ ‘ইহদেনা’ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এক্ষেত্রে তাহারা ছুরা ফাতেহা শেষকরিবে, কিম্বা, কেরাত ত্যাগ করিয়া আমিন পড়িবে ?

ইহাতে বুঝা যায় যে, মোক্তাদিদের আমিন পড়িবার হুকুম হওয়া সত্ত্বেও ছুরা ফাতেহা পড়ার হুকুম হইতে পারে না।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَاَ مَعِىَ اَحَدٌ مِنْكُمْ اٰنِفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّي اَقُوْلُ مَالِي اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ ★

"আবুহোরায়রা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কোন জহরিয়া নামাজ শেষ করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ আমার পশ্চাতে এক্ষণে কোর-আন পড়িয়াছে কি? একব্যক্তি বলিল, হাঁ ইয়ারাছুলুল্লাহ, (আমিই পড়িয়াছি)।

হজরুত বলিলেন, নিশ্চয় আমি বলিতেছি, কেন লোকে আমার কোর-আন পড়ায় বিঘ্ন ঘটায়? ইহাতে ছাহাবাগণ হজরতের এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করা পর্য্যন্ত তাঁহার জহরিয়া নামাজে কোর-আন পাঠ ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهٗ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ *

"যে ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা এবং অন্য কিছু কয়েক আয়ত না পড়ে, তাহার নামাজ হইবে না। এমাম ছুফইয়ান বলিয়াছেন, ইহা একা নামাজীর ব্যবস্থা।"

وَاَمَّا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اِذَا كَانَ وَحْدَهٗ وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَيْثُ قَالَ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ★

"এমাম আহমদ বেনে হাম্বল বলিয়াছেন, ছুরা ফাতেহা ব্যতীত নামাজ হইবে না, ইহা একা নামাজীর ব্যবস্থা এবং তিনি জাবের বেনে আবদুল্লাহর হাদিছটি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা তিনি বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোন এক রাকাত নামাজে ছুরা ফাতেহা না পড়ে সে ব্যক্তি যেন নামাজ পড়ে নাই, কিন্তু যদি এমামের পশ্চাতে থাকে, তবে তাহার নামাজ হইবে। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اِذَا سُئِلَ هَلْ يُقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْاِمَامِ وَ اِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ رَوَاهُ مَالِكٌ ✪

"নিশ্চয় আবহুল্লাহ বেনে ওমার যে সময় জিজ্ঞাসিত হইতেন, এমামের পশ্চাতে কোর-আন পড়া হইবে কি? তদুত্তরে তিনি বলিতেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়ে, তবে এমামের কোর-আন পড়া তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আর যদি সে একা নামাজ পড়ে, তবে যেন কোর-আন পড়ে। মালেক ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَ سَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ فَصَدَّقَهُ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ ★

"ছোমরা বেনে জোন্দব হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় তিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে দুইবার চুপ করিয়া থাকার কথা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে সময় তিনি তকবির পড়িতেন, একটু

চুপ করিতেন এবং ছুরা ফাতেহা শেষ করিতেন, একটু চুপ করিয়া থাকিতেন।"—আবুদাউদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজা।

আল্লামা তিবি বলিয়াছেন, প্রথমবার ছানা পড়িবার সময় ও দ্বিতীয়বার আমিন পড়িবার সময় চুপ করিয়া থাকিতেন।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهٗ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَ اَخْفٰى بِهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَ قَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ وَ لَمْ يُخْرِجَاهُ ★

"ওয়াএল বেনে হোজর বলিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি নবি (ছাঃ) এর সঙ্গে নামাজ পড়িয়াছিলেন, যখন তিনি ছুরা ফাতেহা শেষ করিলেন, তখন তিনি 'আমিন' বলিলেন এবং উহা চুপে চুপে বলিলেন। হাকেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এমাম বোখারি ও মোছলেম উহা উল্লেখ না করিলেও উহার ছনদ ছহিহ।"

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَضَعَ يَمِيْنَهٗ عَلٰى شِمَالِهٖ تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ

"আলকামা বেনে ওয়াএল বেনে হোজর (রাঃ) তাঁহার পিতা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তিনি নিজের ডাহিন হাতকে বাম হাতের উপর নাভির নিচে বাঁধিয়াছিলেন। এবনো-আবি-শায়বা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

قَالَ اللهُ تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانًا ٥ سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ★

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, মোহম্মদ আল্লাহতায়ালার রাছুল এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে আছেন কাফেরদিগের উপর কঠিন, নিজে-দের মধ্যে পরস্পরে দয়াশীল, তুমি তাঁহাদিগকে রুকু ছেজদা করিতে, আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের চেষ্টা করিতে দেখিবে, তাহাদের মুখমণ্ডলে (চেহরাতে) তাহাদের ছেজদার চিহ্ন আছে। ইহা ছুরা ফৎহের ৪ রুকুতে আছে, ইহাতে হজরতের চারি খলিফা ও অন্যান্য ছাহাবাগণের প্রশংসা উল্লিখিত হইয়াছে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَبُوْبَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَ عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَ عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَ طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَ الزُّبَيْرُ

فِى الْجَنَّةِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ

وَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَ سَعِيْدُ

بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

فِى الْجَنَّةِ *

"(জনাব) নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, আবুবকর, ওমার, ওছমান, আলী, তালহা, জোবাএর, আবদুর রহমান বেনে আওফ, ছা'দ বেনে আবি অক্কাশ, ছইদ বেনে জায়েদ ও আবুওবায়দা বেনেল জার্´াহ বেহেশ্‌তবাসী হইবেন।" তেরমেজি ও এবনো-মাজা।

وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَ اَجَلُّ وَ اَكْبَرُ

"এবং অবশ্য আল্লাহতায়ালার জেকর সমধিক উচ্চ, মহান ও শ্রেষ্ঠ।" পাঠক মনে রাখিবেন, এই ছানি খোৎবাটি—প্রত্যেক খোৎবার সহিত যোগ করিয়া লইবেন।

জুমার দ্বিতীয় খোৎবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَعْلٰى وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى

مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى □

শ্রেষ্ঠতম আল্লাহতায়ালার জন্য সমস্ত প্রকার প্রশংসা ও আল্লাহ-তায়ালার) মনোনীত মোহম্মদ (ছাঃ)এর উপর দরুদ ও ছালাম (নাজিল) হউক।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا بُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ★

কোর-আনে আছে :—

"হে আমার প্রিয়পুত্র, তুমি আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক করিও না, কেননা শেরেক সত্যই মহা গোনাহ.।" ইহা ছুরা লোকমানের ২ রুকুতে আছে। হাকিম লোকমান নিজের পুত্রকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ★

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার সহিত অংশী স্থাপন (শরিক) করা মাফ করিবেন না, এবং তদ্ব্যতীত যাহা যে ব্যক্তির জন্য ইচ্ছা করেন, মাফ করিবেন।" এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ-তায়ালার সহিত শরিক করে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি স্পষ্ট গোমরাহ (ভ্রান্ত) হইল।" ইহা ছুরা নেছার ১৮ রুকুতে আছে।

وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাতায়ালার সহিত শরিক করে, সত্যই আল্লাহ তাহার উপর বেহেশত হারাম করিয়াছেন।

ইহা ছুরা মায়েদার ১০ রুকুতে আছে ;—

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تُشْرِكْ

بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّ اِنْ قُتِلْتَ وَ حُرِّقْتَ رَوَاهُ اَحْمَدُ ★

"(জনাব) নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদিও তুমি হত, ও দগ্ধীভূত হও, তবু তুমি আল্লাহতায়ালার সহিত কাহাকেও শরিক করিও না।" আহমদ।

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ حَلَفَ

بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ *

"(জনাব নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামের হলফ করে (দোহাই দেয়), নিশ্চয় সে ব্যক্তি মোশরেক হইল।" তেরমেজি।

مَنْ اَتَي عَرَافًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ

صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٭

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গিয়া তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করে, তাহার ৪০ দিবসের নামাজ কবুল হইবে না।" ছহিহ মোছলেম।

উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا

اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ رواه احمد و ابو داؤد ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গমন করিয়া তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ব্যক্তি উক্ত কোর-আন হইতে পৃথক হইয়া গেল যাহা (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ)এর উপর নাজিল করা হইয়াছে।"—আহমদ ও আবুদাউদ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ *

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, (হে মোহম্মদ), আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত যে কেহ আসমান সকল ও জমিনে আছে, অদৃশ্য বিষয় অবগত নহে।"

পূর্বচর কৃষ্ণপুর, আলগীবাজার, হাইমচর, চাঁদপুর

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ০

আল্লাহ বলিয়াছেন, "মদ, জুয়াখেলা, লাশহীন দরগাতে যাওয়া এবং ফাল খোলা শয়তানের নাপাক কার্য্য।"—ইহা সুরা মায়েদার ১২ রুকুতে আছে।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ

وَ مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ০

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, তিনি তোমাদের উপর মৃতপশু, শূকর মাংস এবং যে পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ঘোষণা (শোহরত দেওয়া) হইয়াছে, তাহা হারাম করিয়াছেন।—ইহা ছুরা বাকারের ২১ রুকুতে আছে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا عَقْرَ فِي الْاِسْلَامِ

رَوَاهُ اَبُو دَاؤُدَ ★

"(জনাব) নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, ইছলামে গোরস্তানে জবাহ করা হালাল নহে। আবুদাউদ।

مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلَا مَزَارٍ فَهُوَ مَلْعُونٌ رَوَاهُ السَّيُوطِي

"যে ব্যক্তি লাশহীন গোরের (দরগার) জিয়ারত করে, সে ব্যক্তি লানতগ্রস্ত হইবে।" ছিওতি।

قَالَ اللهُ تَعَالَى فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا

الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ☐

আল্লাহ বলিয়াছেন, তৎপরে একদল লোক পরবর্ত্তী সময়ে আসিল যাহারা নামাজ নষ্ট করিল এবং রিপুর কামনা সমূহের অনুসরণ করিল, তাহারা অচিরে 'গাই' নামক স্থানে উপস্থিত হইবে। 'গাই' দোজখের একটি কুণ্ড। ইহা ছুরা মরয়েমের ৪ রুকুতে আছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ☐

আল্লাহ বলিয়াছেন,—"যে নামাজিরা তাহার নামাজ হইতে উদাসীন (গাফেল), লোকের নিকট সম্মান লাভেচ্ছায় নামাজ পড়ে, এবং জাকাৎ বন্ধ করে,তাহাদের জন্য 'ওয়েল' নামক দোজখের কূপ রহিয়াছে। ইহা ছুরা মাউনে আছে।

يَتَسَاءَلُونَ ۙ عَنِ الْمُجْرِمِينَ

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ

الْمُصَلِّينَ ۙ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۙ

"ফেরেশতাগণ গোনাহগারদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন—তোমাদিগকে কিসে দোজখে দাখিল করিল ? তাহারা বলিবে, আমরা নামাজিদিগের অন্তরভুক্ত ছিলাম না এবং দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করিতাম না। ইহা ছুরা মুদ্দাছ্‌ছের দুই রুকুতে আছে।

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ

وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ ۝

"আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমরা পাঞ্জগনা নামাজ ও মধ্যম নামাজের (আছরের) রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং আল্লাহতায়ালার জন্য নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হও।"

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ

عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَ مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهٗ نُوْرًا وَّ لَا بُرْهَانًا

وَّ لَا نَجَاةً وَّ كَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ

وَ هَامَانَ وَ اُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ الدَّارْمِيُّ *

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাজ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহার পক্ষে উহা কেয়ামতের দিবস নুর প্রকাশ্য প্রমাণ ও মুক্তি-দায়ক (নাজাত) হইবে, আর যে ব্যক্তি তৎসমুদয়ের রক্ষাণাবেক্ষণ না করে, তাহার পক্ষে উহা নুর প্রকাশ্য প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হইবে না এবং সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস কারুণ, ফেরয়াওন, হামান ও ওবাই বেনে খালাফের সহিত থাকিবে। আহমদ ও দারমি।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ

وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ لا يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ

فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا

كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ٥

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,—এবং যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগ্রহ করে এবং উহা আল্লাহতায়ালার পথে ব্যয় না করে, তাহাদিগকে শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর,—যে দিবস উক্ত স্বর্ণ রৌপ্যকে

দোজখের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইবে, তৎপরে তদ্দারা তাহাদের মুখমণ্ডল, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হইবে। সেই সময় ফেরেশতাগণ বলিবেন, ইহা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করিয়াছিলে, কাজেই তোমরা যাহা সঞ্চয় করিতে, তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর।" ইহা ছুরা তওবার ৫ রুকুতে আছে। হাদিছে আছে, এইরূপ ৫০ সহস্র বৎসর দগ্ধ করা হইবে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ رَوَاهُ اَبُو دَاؤُدَ ★

(জনাব) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ ইহা ব্যতীত (অন্য কারণে) জাকাত ফরজ করেন নাই যে, তোমাদের অর্থরাশির অবশিষ্ট পাক হইয়া যাইবে।—আবুদাউদ।

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ☐

"হজরত বলিয়াছেন, ছদকা (জাকাত) দ্বারা বান্দার অর্থ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।—তেরমেজি।

مَاخَالَطَتِ الزَّكٰوةُ فِي مَالٍ قَطُّ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ الْبُخَارِيُّ ✪

"হজরত বলিয়াছেন, কখনও যে কোন অর্থের সহিত জাকাতের অংশ মিলিত হয় (এবং উহা দরিদ্রকে দান করা না হয়) উহা উক্ত অর্থকে নষ্ট করিয়া দিবে।—শাফেয়ি ও বোখারি।

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهٖ مُضْغَةُ لَحْمٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ ★

"হজরত বলিয়াছেন, একজন লোক সর্ব্বদা লোকের নিকট ভিক্ষা করিতে থাকে, এমন কি সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস এই অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমণ্ডলে (চেহারাতে) মাংস-খণ্ড থাকিবে না।—বোখারি ও মোছলেম।

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ★

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য হজ্জ করে, (উহার মধ্যে) স্ত্রীসহবাস না করে, এবং কুকার্য্য না করে, সে ব্যক্তি উক্ত দিবসের ন্যায় (পাক অবস্থায়) ফিরিয়া আসিবে যে দিবস তাহার মাতা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল।—সহিহ বোখারি ও মোছলেম।

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَّ اِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ○

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে স্পষ্ট অভাব অনাটন, অত্যাচারী বাদশাহ কিম্বা প্রতিবন্ধক পীড়া হজ্জ করিতে বাধা প্রদান না করে, তৎপরে হজ্জ না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে ব্যক্তি হয় য়িহুদী না হয় খৃষ্টান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হউক।— দারমি।

مَنْ زَارَنِى مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِوَارِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ ★

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার (গোরের) জিয়ারত করে, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস আমার সন্নিকটে থাকিবে।— বয়হকি।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

জুমার তৃতীয় খোৎবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى

سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ☐

সর্ব্ববিধ প্রশংসা জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক আল্লাহতায়ালার রাছুলগণের অগ্রণী, তাহার সমস্ত বংশধর ও ছাহাবার প্রতি দরুদ ও ছালাম প্রেরিত হউক।

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَ فِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَ فِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে কোন দিবসে সূর্য্য উদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে জুমার দিবস শ্রেষ্ঠ, উহাতে আদম সৃজিত হইয়াছিল, উহাতে তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করান হইয়াছিল, উহাতে তিনি উক্ত স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন এবং কেয়ামত জুমার দিবস ব্যতীত সংঘঠিত হইবে না।"—সহিহ মোছলেম।

إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّىْ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ★

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় জুমার দিবসে একটি মূহুর্ত্ত আছে—যে কোন মুসলমান উক্ত সময় দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে আল্লাহতায়ালার নিকট কল্যাণের দোয়া করে; আল্লাহতায়ালা তাহাই তাহাকে প্রদান করেন।—ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

কোন কোন হাদিছে বুঝাযায় যে, এমাম মিম্বরে বসিবার পর হইতে জুমার ফরজ আদায় করা পর্য্যন্ত যে সময় আছে, এই সময়ের মধ্যে উক্ত কবুলের মূহুর্ত্ত আছে। অন্য হাদিছে আছে যে, আছরের পর হইতে সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত দোয়া কবুলের সময় আছে।

أَكْثِرُوا الصَّلٰوةَ عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَانَّهُ مَشْهُود

يَشْهَدُهُ الْمَلٰئِكَةُ وَ اِنَّ اَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ اِلَّا عُرِضَتْ

عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَ بَعْدَ

الْمَوْتِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ

اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ ★

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা জুমা'র দিবস আমার উপর অধিক পরিমাণ দরুদ পাঠ কর, কেননা উহা উপস্থাপিত দিবস ফেরেশতাগণ উক্ত দিবসে উপস্থিত হইয়া থাকেন। নিশ্চয় যে কেহ আমার নিকট উপস্থিত করা হয়। ছাহাবা বলিলেন, মৃত্যুর পরেও কি এরূপ হইবে? হজরত বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ জমির উপর পয়গম্বরগণের শরীর নষ্ট করা হারাম করিয়া দিয়াছেন, কাজেই আল্লাহতায়ালার নবী জীবিত উপজীবিকা (রুজি) প্রদত্ত হইয়া থাকেন।"—এবনো-মাজা।

مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اُجِيْرَ مِنْ

عَذَابِ الْقَبْرِ وَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ عَلَيْهِ طَابَعُ

الشُّهَدَاءِ ✱

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ জুমার দিবস কিম্বা রাত্রিতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, গোরের শাস্তি হইতে মুক্ত হইবে এবং সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার মধ্যে শহিদগণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে।" আবু-নইম।

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَ بَكَّرَ وَ ابْتَكَرَ

وَمَشَى وَ لَمْ يَرْكَبْ وَ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَ اسْتَمَعَ وَ لَمْ

يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا

وَ قِيَامِهَا ★

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিবস কাপড় ধৌত করিল, গোছল করিল, উহার প্রথম ওয়াক্তে (মছজিদে) উপস্থিত হইল, প্রথম খোৎবা পাইল, কোন যান-বাহনের উপর আরোহণ না করিয়া পদব্রজে গমন করিল, এমামের নিকট উপস্থিত হইয়া (খোৎবা) শ্রবণ করিল এবং বাহুল্য কথা বলিল না, তাহার প্রত্যেক পদ-নিক্ষেপে এক এক বৎসরের রোজা ও রাত্রি জাগরণের নেকী হইবে।"—তেরমেজি, আবুদাউদ ও নাছায়ি।

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهٖ

وَ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهٗ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ

فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللّٰهُ

له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته

كانت كفارة لما بينها و بين جمعته التى قبلها ★

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিবস গোছল করে, নিজের উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করে, যদি তাহার নিকট থাকে, তবে সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে, তৎপরে জোমার জন্য উপস্থিত হয়, লোকদিগের ঘাড়ের উপর দিয়া না যায়, আল্লহতায়ালা যাহা তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন সেই পরিমাণ নামাজ পড়ে, তৎপরে এমাম খোৎবার জন্য বাহির হইয়া নামাজ শেষ করা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকে, তাঁহার আগত জুমা পর্য্যন্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়।"— আবুদাউদ।

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ

جسرا الى جهنم ✪

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিবস লোকদিগের ঘাড়ের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া যায়, সে ব্যক্তি দোজখের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লইল।"—তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

من تكلم يوم الجمعة و الامام يخطب فهو

كمثل الحمار يحمل اسفارا و الذي يقول له

انصت ليس له جمعة ☐

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিবস এমামের খোৎবা পাঠের সময় কাথাবার্ত্তা বলে, সে ব্যক্তি কেতাবরাশি বহনকারী

গৰ্দ্দভের ন্যায়। আর যে ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে 'চুপ করিয়া থাক' বলে, তাহার জোমা' (মকবুল) হইবে না।"—আহমদ।

اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَ الْاِمَامُ

يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ☐

"হজরত(ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি তুমি জুমার দিবস এমামের খোৎবা পাঠের সময় নিজের সঙ্গীকে চুপ করিয়া থাকিতে বল, তবে তুমি বাতীল কার্য্য করিলে।" সহিহবোখারী ও মোছলেম।

يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ

وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ●

"হজরত (ছাঃ) নিজের মিম্বরের কাষ্ঠের উপর বলিতেছিলেন, লোকেরা যেন জোমা' সকল ত্যাগ করা হইতে বিরত থাকে, নচেৎ অবশ্য আল্লাহ তাহাদের অন্তরে মোহর অঙ্কিত করিয়া দিবেন, তৎপরে সত্যই তাহারা অমনোযোগীদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবে।"—সহিহ মোসলেম।

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ

مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَّا يُمْحٰى وَ لَا يُبَدَّلُ ★

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দরকারি কারণ ব্যতীত জুমা' ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যে কেতাব মুছিয়া যাইবেনা এবং পরিবর্ত্তশীল নহে, উহাতে মোনাফেক বলিয়া লিখিত হইবে।—শাফেয়ি।

আহইয়াউ উলুমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য মছজিদ প্রস্তুত করে, আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশতে গৃহ নির্ম্মাণ করেন।" সহিহ বোখারি ও মোছলেম।

مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهٗ

نُزُلَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ ★

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মছজিদের দিকে ফজর ও মগরেবের সময় (নামাজের জন্য) গমন করে, আল্লাহ তাহার জন্য ফজর ও মগরেবের সময় বেহেশতের মধ্যে তাহার দাওয়াতে খাদ্য প্রস্তুত করেন।"—সহিহ বোখারি ও মোছলেম।

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ

التَّامِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ★

"হজরত বলিয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে মছজিদগুলির দিকে গমন করে, তুমি তাহাদিগকে কেয়ামতের দিবস পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ প্রদান কর।"—আবুদাউদ ও তেরমেজি।

اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَ اَبْغَضُ الْبِلَادِ

اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا ★

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার নিকট মনুষ্যের বাসস্থান সমূহের মধ্যে মছজিদগুলি সমধিক প্রীতিকর এবং তাঁহার নিকট উক্ত

স্থান সমূহের মধ্যে বাজারগুলি সমধিক অপ্রীতিকর।”- সহিহ মোছলেম।

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ •

“হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ মছজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসিবার অগ্রে দুই রাকয়াত নামজ পড়ে।” বোখারি ও মোছলেম।

ইহা তাহিয়াতোল মছজিদ নিয়তে পড়িতে হয়।

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ •

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

“হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ মছজিদে দাখিল হয়, তখন যেন বলে, আল্লাহুম্মাফ, তাহলি আবওয়াবা রাহমাতেকা। আর যে সময় সে ব্যক্তি মছজিদ হইতে বাহির হয়, তখন যেন বলে, আল্লাহুম্মা ইন্নি আছয়ালোকা মিন ফাদ্‌লেকা।” ছহিহ মোছলেম।

مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় পিয়াজ গাছের কিছু ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি যেন অমার মছজিদে প্রবেশ না করে, কেননা যেবস্তুতে মনুষ্য কষ্ট পাইয়া থাকে, ফেরেশতাগণ উহাতেও কষ্ট পাইয়া থাকেন।"—ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيْلَ وَ مَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ ★

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমরা বেহেশতের উদ্যান সমূহে গমন কর, তখন বিচরণ কর। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, বেহেশতের উদ্যান সমূহ কি? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, মছজিদ সকল। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, বিচরণ করা কি? হজরত বলিলেন, ছোবহানাল্লাহ, অলহামদো লিল্লাহ, অলাইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহো আকবর, পাঠকর।—ছহিহ তেরমেজি।

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ فِيْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ ★

"হজরত বলিয়াছেন, লোকদিগের উপর এরূপ এক জামানা উপস্থিত হইবে যে, তাহাদের মছজিদে তাহাদের কথাবার্ত্তা দুনইয়া সংক্রান্ত

বিষয় হইবে, তোমরা তাহাদের নিকট বসিও না, তাহাদের এবাদত আল্লাহতায়ালার নিকট গ্রহণীয় হইবে না।"—বয়হকি।

فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال

من أين أنتما قالا من أهل الطائف قال لو كنتما

من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في

مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ●

"হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, (হে ছায়েব,) তুমি যাও এবং এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট লইয়া আইস। ছায়েব উভয়কে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। তখন (হজরত) ওমার (রাঃ) বলিলেন তোমরা কোথাকার লোক? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, (আমরা) তায়েফবাসি। হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা মদিনা-বাসি হইতে, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে প্রহার করিতাম, তোমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর মছজিদে উচ্চ শব্দ করিতেছ?—ছহিহ বোখারি।

بنى عمر رحبة في ناحية المسجد و قال

من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع

صوته فليخرج الى هذه الرحبة ★

"(হজরত) ওমার (রাঃ) মছজিদের একপার্শ্বে একটি বারান্দা প্রস্তুত করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি বাতিল কথা বলিতে চাহে,

কবিতা পড়িতে চাহে কিম্বা তাহার শব্দ উচ্চ করিতে চাহে, সে যেন এই বারান্দায় বাহির হইয়া যায়।”— মোয়াত্তায় মালেক।

صلوة الرجل في بيته بصلوة و صلوته في

مسجد القبائل بخمس و عشرين صلوة و صلاته

فى المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلوة ★

“হজরত বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি নিজের গৃহে নামাজ পড়িলে, একটি নামাজের ফল পাইবে। কেহ মহল্লাবাসিদের (পাঞ্জগানা) মছজিদে নামাজ পড়িলে, ২৫টি নামাজের ফল পাইবে। কেহ জুমা পাঠ করা হয় এরূপ মসজিদে নামাজ পড়িলে, ৫০০ নামাজের ফল পাইবে।”—এবনো-মাজা।

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
... উলুমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

بارك الله لنا و لكم فى القــرآن العظيــم

و نفعنا و اياكم بالايات و الذكر الحكيم ٥ انه

تعالى جواد كريم ملك برؤف رحيم ٥

আল্লাহতায়ালা বোজর্গ কোর-আনের দ্বারা আমাদিগকে এবং তোমাদিগকে বরকত দিন এবং আয়ত সকল ও সূক্ষ্মতত্ত্ব পূর্ণ জেকর (কোর-আন) দ্বারা আমাদের ও তোমাদের কল্যাণ সাধন করুন। নিশ্চয় উক্ত খোদা বোজর্গ, দানশীল, দাতা বাদশাহ, সত্যপরায়ণ, মহাদয়াশীল দয়াবান।

জুমার চতুর্থ খোৎবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ

عَلٰى رَسُوْلِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

সমস্ত জড় ও জীব জগতের প্রতিপালক সর্ব্ববিধ প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার রাছুল আমাদের অগ্রণী (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) তাঁহার আওলাদ ও তাঁহার সমস্ত ছাহাবার প্রতি দরুদ ও ছালাম নাজেল হউক।

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ مِنْ

اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَكْثُرَ الْجَهْلُ

وَ يَكْثُرَ الزِّنَا وَ يَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ يَقِلَّ الرِّجَالُ

وَ يَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً الْقَيِّمُ

الْوَاحِدُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ☐

(হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় কেয়ামতের চিহ্ন গুলির মধ্যে এই যে, এলম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, অজ্ঞতা বেশী হইবে, ব্যভিচার (জেনা) ও মদ পান অধিক হইবে, পুরুষ লোকদিগের সংখ্যা কম এবং স্ত্রী লোকদিগের সংখ্যা অধিক হইবে, এমনকি ৫০ টি স্ত্রী লোকের পক্ষে এক জন পুরুষ তত্ত্বাবধানকারী হইবে। বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

ان بين يدى الساعة كذابين فاحذروهم رواه مسلم

"নিশ্চয় কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে মিথ্যাবাদিরা প্রকাশিত হইবে, তোমরা তাহাদিগ হইতে সাবধানতা অবলম্বন কর। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

عن ابى هريرة قال بينما النبى صلى الله عليه و سلم يحدث انجاء اعرابي فقال متى الساعة قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة رواه البخارى ✪

আবুহোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব) নবি (ছাঃ) হাদিছ বর্ণনা করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় একজন প্রান্তরবাসী (বদ্দু) উপস্থিত হইয়া বলিল, কেয়ামত কবে হইবে? হজরত বলিলেন, যে সময় গচ্ছিত নষ্ট করা হয়, সেই সময় কেয়ামতের অপেক্ষা কর। (বদ্দু) বলিল, কিরূপে গচ্ছিত নষ্ট করা হইবে? হজরত বলিলেন, যে সময় কোন কার্য্যের ভার অনুপযুক্ত লোকের উপর অর্পন করা হয়, সেই সময় তুমি কেয়ামতের অপেক্ষা কর। বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

عن حذيفة قال و الله ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم من قائد فتنة الى ان

تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلٰثُمِائَةٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ

قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَ اِسْمِ اَبِيْهِ وَ اِسْمِ قَبِيْلَتِهِ

رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ ●

হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদার কছম, হুনইয়ার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বেদয়াতমত প্রচার কারিদিগের সংখ্যা তাহাদের সাঙ্গ পাঙ্গ সহ তিন শতের অধিক হইবে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাদের বর্ণনা ত্যাগ করেন নাই, নিশ্চয় তিনি আমাদের নিকট প্রত্যেকের নাম, তাহার পিতার নাম এবং তাহার সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়া ছিলেন। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِيْ

بِالْمُشْرِكِيْنَ وَ حَتّٰى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِي الْاَوْثَانَ

وَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ

يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ وَ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ

بَعْدِيْ وَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ

ظَاهِرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللهِ

رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ ★

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবেনা—যতক্ষণ (না) আমার উম্মতের কয়েক সম্প্রদায় মোশরেক দিগের সহিত মিলিত হয়, আর ও যতক্ষণ (না) আমার উম্মতের কয়েক সম্প্রদায় প্রতিমা সমূহ পূজা করে। নিশ্চয় অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যাবাদী হইবে তাহাদের প্রত্যেকে দাবি করিবে যে, সে আল্লাহ-তায়ালার নবী' অথচ আমি নবিগণের শেষ, আমার পরে কোন নবী হইবে না। আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক সর্ব্বদা সত্যের উপর প্রবল থাকিবেন যে কেহ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেনা, এমন কি আল্লাহ তায়ালার আদেশে (কেয়ামত) উপস্থিত হইয়া যাইবে। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ
قَرِيبٌ مِنْ ثَلٰثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ وَ حَتّٰى
يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَ يَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَ يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ
وَ يَظْهَرَ الْفِتَنُ وَ يَكْثُرَ الْهَرَجُ وَ هُوَ الْقَتْلُ وَ حَتّٰي
يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتّٰى يَهُمَّ رَبَّ الْمَالِ
مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَ حَتّٰى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ
فِى الْبُنْيَانِ وَ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ
يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ وَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ★

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবেনা যতক্ষণ (না) প্রায় ত্রিশ জন দাজ্জাল (প্রবঞ্চক) মিথ্যাবাদি প্রেরিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকে দাবি করিবে যে, সে আল্লাহতায়ালার রাছুল, আর যতক্ষণ (না) এলম বিলুপ্ত হয়, ভূমিকম্পের সংখ্যা অধিক হয়, জামানা নিকট বর্ত্তী হয়, ফাছাদ সমূহ প্রকাশিত হয়, বহু রক্তপাত সংঘটিত হয়, আরও যতক্ষণ (না) তোমাদের মধ্যের অর্থের আধিক্য হয় এমনকি ছদকা গ্রহণ কারীর অভাব অর্থশালী ব্যক্তিকে চিন্তাযুক্ত করিবে, যতক্ষণ (না) লোকে অট্টালিকা নির্ম্মাণে বাড়া বাড়ি করে, যতক্ষণ (না) এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির গোরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, যদি আমি তাহার স্থলে হইতাম, (তবে ভাল হইত), আর যতক্ষণ (না) সূর্য্য উহার অস্তমিত হওয়া স্থান হইতে উদয় হয়। বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

اذا اتخذ الفيء دولا و الامانة مغنما و الزكوة

مغرما و تعلم لغير الدين واطاع الرجل امرأته

و عق امه و ادنى صديقه و اقصى اباه و ظهرت

الاصوات فى المساجد و ساد القبيلة فاسقهم كان

زعيم القوم ارزلهم و اكرم الرجل مخافة شره

و ظهرت القينات و المعازف و شربت الخمور

ولعن آخر هذه الامة اولها فارتقبوا عند ذلك ريحا

حَمْرَاءَ وَ زَلْزَلَةً وَ خَسْفًا وَ مَسْخًا وَ قَذْفًا وَ اٰيَاتٍ
تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ فِيْ
رِوَايَةٍ لَهُ اِذَا فَعَلَتْ اُمَّتِيْ خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ
بِهَا الْبَلَاءُ وَ عَدَّ هٰذِهِ الْخِصَالَ وَ لَمْ يَذْكُرْ تُعُلِّمَ لِغَيْرِ
الدِّيْنِ قَالَ وَ بَرَّ صَدِيْقَهُ وَ جَفَا اَبَاهُ وَ قَالَ شُرْبُ
الْخَمْرِ وَ لُبْسُ الْحَرِيْرِ ★

হজরত বলিয়াছেন, যে সময় যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি রূপে, গচ্ছিত বস্তু লুণ্ঠিত দ্রব্য রূপে এবং জাকাত কর্জ্জের টাকা রূপে ব্যবহৃত হইবে, দীন ব্যতীত (সম্ভ্রম ও অর্থ লাভ উদ্দেশ্যে) এলম শিক্ষা করা হইবে, মনুষ্য নিজের স্ত্রীর আনুগত্য স্বীকার করিবে, নিজের মাতার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, নিজের বন্ধুকে নিকটবর্ত্তীরূপে গ্রহণ করিবে এবং নিজের পিতাকে দূরবর্ত্তীরূপে গ্রহণ করিবে, মছজিদ সমূহে (লোকদের) কণ্ঠস্বর প্রকাশিত হইবে, সম্প্রদায়ের মধ্যে বদকার ব্যক্তি তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে, সম্প্রদায়ের সমধিক নির্ব্বোধ ব্যক্তি তাহাদের নেতা হইবে, মনুষ্যকে তাহাদের অত্যাচারের আশঙ্কায় সম্মান করা হইবে, গায়িকা দাসি সকল ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ প্রকাশিত হইবে, বিবিধ প্রকার মদ পান করা হইবে এবং এই উম্মতের শেষ দল উহার প্রাচীন লোকদের উপর অভিসম্পাত প্রদান করে, সেই সময় তোমরা ভয়ঙ্কর ঝটিকা, ভূমিকম্প, (মনুষ্যের)ভূগর্ভে বিধ্বস্ত হওয়া, রূপ পরিবর্ত্তন, আকাশ

হইতে প্রস্তর বর্ষণ ও ধারাবাহিক কতকগুলি নিদর্শনের অপেক্ষা কর—যে রূপ একটি হারের সূতা ছিন্ন হইয়া উহার মনি মুক্তা ইত্যাদি ধারাবাহিক পতিত হইতে থাকে। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

উহার অন্য রেওয়াএতে আছে, হজরত বলিয়াছেন, যখন আমার উম্মত ১৫টি কার্য্য করিবে, তখন তাহাদের উপর বিপদ নাজেল হইবে এবং তিনি উক্ত কার্য্যগুলি গণনা করিলেন। এই রেওয়াএতে দীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে এলম শিক্ষা করা হইবে।" এই কথাটি উল্লেখ করেন নাই। আরও বলিয়াছেন, নিজের বন্ধুর উপকার করিবে এবং নিজের পিতার উপর অত্যাচার করিবে। মদ পান করা হইবে এবং রেশম পরিধান করা হইবে।

بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ

الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَ يُمْسِى كَافِرًا وَ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَ يُصْبِحُ

كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ★

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা অন্ধকারময় রাত্রির একাংশের ন্যায় ফাছাদ রাশির আগমনের পূর্ব্বে সৎকার্য্য সমূহের দিকে ধাবিত হও (সেই সময়) এক ব্যক্তি প্রভাতে ঈমানদার থাকিবে এবং সন্ধ্যাকালে কাফের হইবে, সন্ধ্যাকালে ঈমানদার হইবে, আবার প্রভাতে কাফের হইবে, নিজের দীনকে পার্থিব বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করিবে। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى اَعْلَى وَ اَوْلَى وَ اَعَزُّ

وَ اَجَلُّ وَ اَكْبَرُ ●

জুমার পঞ্চম খোৎবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا

وَ جَعَلَ فِيْهِ سِرَاجًا وَ قَمَرًا مُّنِيْرًا - وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام

عَلٰى رَسُوْلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ •

উক্ত আল্লাহ সর্ব্ববিধ প্রশংসার উপযুক্ত যিনি আছমানে রাশি-সমুহ স্থাপন করিয়াছেন এবং আলোক দানকারী চন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।

তাঁহার রাছুল আমাদের অগ্রণী মোহাম্মদ (ছাঃ), তাঁহার বংশধরগণ ও তাঁহার সমস্ত ছাহাবার উপর দরুদ ও ছালাম নাজেল হউক।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَذْهَبُ

الدُّنْيَا حَتّٰى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِيْ

يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِيْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْ دَاؤُد

وَ فِيْ رِوَايَةٍ لَّهُ اِسْمُ اَبِيْهِ اِسْمَ اَبِيْ يَمْلَأُ الْاَرْضَ

قِسْطًا وَّ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَّ جَوْرًا ★

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, দুনইয়া নষ্ট হইবে না যতক্ষণ (না) আমার আহলে-বয়েত হইতে একব্যক্তি আরবের বাদশাহ হয়— তাহার নাম আমার নাম হইবে। আবুদাউদ ও তেরমেজি ইহা

রেওয়াএত করিয়াছেন। আবুদাউদের অন্য রেওয়াএতে আছে, তাহার পিতার নাম আমার পিতার নামের তুল্য হইবে। যেরূপ জমি জুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল, তিনি সেইরূপ উহা ন্যায়বিচার ও সুবিচারে পূর্ণ করিবেন।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمَهْدِيُّ

مِنْ عِتْرَتِيْ مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةَ ۞

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, মাহ্‌দী আমার বংশধর ফাতেমার বংশধর হইবেন।

قَالَ يَكُوْنُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ

رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا اِلَى مَكَّةَ فَيَاْتِيْهِ

نَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُوْنَهُ وَ هُوَ كَارِهٌ

فَيُبَايِعُوْنَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ يُبْعَثُ اِلَيْهِ بَعْثٌ

مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةِ

فَاِذَا رَاَى النَّاسُ ذٰلِكَ اَتَاهُ اَبْدَالُ الشَّامِ وَ عَصَائِبُ

اَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُوْنَهُ ثُمَّ يَنْشَاُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ

اَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ اِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ

وَ ذٰلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَ يَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ

نَبِيِّهِمْ وَ يُلْقِى الْاِسْلَامُ بِجِرَانِهٖ فِى الْاَرْضِ فَيَلْبَثُ

سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يَتَوَفّٰى وَ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ

رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ ★

হজরত বলিয়াছেন, একজন খলিফার মৃত্যুকালে মতভেদ হইবে, ইহাতে একজন মদিনাবাসি (তথা হইতে) মক্কা-শরিফের দিকে পলায়ন করিয়া যাইবেন। তখন মক্কাবাসি কতকগুলি লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে (গৃহ হইতে) বাহির করিবেন, অথচ তিনি নারাজ থাকিবেন, তৎপরে তাহারা রোকন ও মকামে এবরাহিমের মধ্যে তাঁহার নিকট বয়য়ত করিবেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে শাম দেশ হইতে একদল সৈন্য প্রেরিত হইবে, মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থলে বয়দা নামক স্থানে তাহাদিগকে ভূগর্ভে ধ্বংস করা হইবে। যখন লোকে ইহা দেখিবে, তখন শামের আবদাল নামীয় ওলিউল্লাহগণ ও এরাকবাসি মনোনীত ওলিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বয়য়ত করিবেন।

তৎপরে কোরাএশ বংশীয় একজন লোক (তাঁহার বিরুদ্ধে) দণ্ডায়মান হইবে, কলব বংশধরেরা ইহার মামু সম্পর্কীয় হইবে. সে উক্ত মাহদীরদলের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিবে, ইহাতে মাহদীর সঙ্গীগণ তাহাদের উপর জয়যুক্ত হইবেন, ইহা কলবের অভিযান বলা হইবে।

মাহদী লোকদিগের মধ্যে তাঁহাদের নবীর ছুন্নত অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং ইছলাম জমিতে শান্তির আড্ডা স্থাপন করিবে।

তিনি সাত বৎসর কালাতিপাত করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইবেন এবং মুছলমানেরা তাঁহার জানাজা পড়িবেন। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَلَاءً يُصِيْبُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ حَتّٰى لَا يَجِدَ
الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَـأُ اِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ
رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِىْ وَ اَهْلِ بَيْتِيْ فَيَمْـلَأُ بِهِ الْاَرْضَ
قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَـا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا يَرْضٰى عَنْهُ
سَاكِنُ السَّمَاءِ وَ سَاكِنُ الْاَرْضِ لَا تَدَعُ السَّمَـاءُ مِنْ
قَطْرِهَا شَيْـئًا اِلَّا صَبَّتْهُ مِدْرَارًا وَ لَا تَدَعُ الْاَرْضُ مِنْ
نَبَاتِهَا شَيْأً اِلَّا اَخْرَجَتْهُ حَتّٰى يَتَمَنَّى الْاَحْيَاءُ الْاَمْوَاتَ
يَعِيْشُ فِيْ ذٰلِكَ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَوْ تِسْعَ
سِنِيْنَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ ★

আবু-ছইদ বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) একটি বিপদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন– যাহা এই উম্মতের উপর পতিত হইবে, এমন কি কোন ব্যক্তি এরূপ আশ্রয়স্থল পাইবে না যে, তথায় অত্যাচার

কল্পে স্থান পাইতে পারে। তখন আল্লাহ আমার বংশধর ও আহলে বয়েত হইতে এক ব্যাক্তিকে প্রেরণ করিবেন, ইহাতে তিনি জমিকে ন্যায়বিচার ও সুবিচারে পূর্ণ করিবেন, যেরূপ উহা অত্যাচার ও অনাচারে পূর্ণ করা হইয়াছিল, আছমানবাসিগণ তাঁহার উপর রাজি হইবেন এবং জমিবাসিগণ তাঁহার উপর রাজি হইবেন। আছমান উহার বৃষ্টীর কিছু ত্যাগ করিবে না, পরন্তু উহা মূষল ধারে বর্ষণ করিবে। জমি উহার উদ্ভিদের কিছু ত্যাগ করিবে না, বরং উহা বাহির করিয়া দিবে, এমন কি জীবিতেরা মৃতগণের জীবিত হওয়ার কামনা করিবে। তিনি এই অবস্থায় ৭/৮ কিম্বা ৯ বৎসর জীবন ধারণ করিবেন। হাকেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا

رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّوْدَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ

فَأْتُوْهَا فَاِنَّ فِيْهَا خَلِيْفَةَ اللهِ الْمَهْدِىِّ رَوَاهُ اَحْمَدُ ★

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমরা কাল রঙের পতাকা গুলি দেখিবে যে, খোরাছানের দিক্ হইতে আসিয়াছে, তখন তোমরাউহার নিকট উপস্থিত হও, কেননা উহার মধ্যে আল্লাহতা-য়ালার খলিফা মাহ্‌দী থাকিবেন। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

وَ لَذِكْرُ اللهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَ اَوْلٰى وَ اَعَزُّ وَ اَجَلُّ

وَ اَتَمُّ وَ اَكْبَرُ ★

জুমার ষষ্ঠ খোৎবা।

نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نُصَلِّي وَ نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ

الْكَرِيمِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ *

আমরা আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করি এবং তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁহার বোজর্গ রাছুল, আওলাদ ও সমস্ত ছাহবার উপর দরুদ ও ছালাম প্রেরণ করি।

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَتُصَالِحُونَ

الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ اَنْتُمْ وَ هُمْ عَدُوًّا مِنْ

وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَ تَغْنَمُونَ وَ تَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ

حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ

اَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ

فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ

تَغْدِرُ الرُّومُ وَ تَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ اِلَى

اَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللّٰهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ

رَوَاهُ اَبُو دَاؤُدَ □

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, অচিরে তোমরা খৃষ্টানদিগের সহিত শান্তিদায়ক সন্ধি স্থাপন করিবে, তৎপরে তোমরা এবং উক্ত খৃষ্টানেরা তোমাদের অন্যান্য (খৃষ্টান) শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহাতে, তোমরা জয়যুক্ত হইবে, যুদ্ধসামগ্রী অধিকার করিবে, শান্তি লাভ করিবে, তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, এমন কি তোমরা উচ্চ প্রশস্ত তৃণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে। এমতাবস্থায় একজন খৃষ্টান ক্রুশ উন্নত করিয়া বলিবে, ক্রুশ জয়যুক্ত হইয়াছে। এতৎ শ্রবণে একজন মুছলমান ক্রুদ্ধ হইয়া উহা চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। সেই সময় খৃষ্টানেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যুদ্ধের জন্য সমবেত হইবে। তখন মুছলমানগণ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ধাবিত হইবে এবং হত হইয়া যাইবে, আল্লাহতায়ালা এই দলকে শাহাদতের পদ দ্বারা গৌরবান্বিত করিবেন। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

এই হাদিছে তুরস্ক রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ اَنْ يُحَاصَرُوا

اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَبْعَدُ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحَ

وَسَلَاحُ قَرِيْبٌ مِنْ خَيْبَرَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ ★

এব্‌নো ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, মুছলমানগণ অচিরে মদিনা শরিফে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে, এমন কি তাঁহাদের দূরবর্ত্তী সরহদ 'ছেলাহ' হইবে, ছেলাহ খয়বরের নিকট। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। এই হাদিছে বুঝা যায় যে, মক্কা ও মদিনা ব্যতীত সমস্ত দেশ মুছলমানদিগের হস্তচ্যুত হইবে।

قَالَ اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِيْ ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَاخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقٰى بَيْتٌ مِّنَ الْعَرَبِ اِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ فَيَاْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ★

এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন
স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

হজরত বলিয়াছিলেন, (হে আওফ বেনেমালেক,) তুমি কেয়ামতের পূর্ব্বে ছয়টি বিষয় গনণা করিয়া লও—প্রথম আমার এন্তেকাল, তৎপরে বয়তোল-মোকাদ্দছ অধিকারভুক্ত হওয়া, তৎপরে ছাগলের মহামারীর ন্যায় তোমাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইবে তৎপরে অর্থের আধিক্য হইবে, এমন কি একজন এক শত দীনার প্রদত্ত হইবে, কিন্তু সে নারাজ হইবে। তৎপরে একটি ফাছাদ উপস্থিত হইবে, আরবের এমন কোন গৃহ বাকি থাকিবে না যাহাতে উহা প্রবেশ না করে। তৎপরে তোমাদের মধ্যে এবং খৃষ্টানদিগের মধ্যে একটি সন্ধি হইবে, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া আশিটি পাতকার নীচে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে, প্রত্যেক পাতাকার নীচে ১২ সহস্র সৈন্য হইবে। বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

এই হাদিছে যে মহামারীর কথা আছে, উহা হজরত ওমারের খেলাফত কালে সংঘটিত হইয়াছিল. বয়তোল-মোকাদ্দছের অন্তর্গত ওমোওয়াছ নামক স্থানে উক্ত মহামারীতে তিন দিবসের মধ্যে ৭০ সহস্র মুছলমান সৈন্যে শহিদ হইয়াছিলেন। এই হাদিছে যে ৯ লক্ষ ৬০ সহস্র খৃষ্টান সৈন্যের সমবেত হওয়ার কথা আছে, ইহা খৃষ্টান সৈন্যদিগের হজরত এমাম মাহদীর দলের সহিত যুদ্ধ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقوم

الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق

فيخرج اليهم جيش من المدينة من خيار اهل

الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا

و بين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون

لا و الله لا نخلي بينكم و بين اخواننا فيقاتلونهم

فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا فيفتتحون

قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا

السيوف بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان

المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون و ذلك

باطل فاذا جاؤا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال

يسوون الصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسى

بن مريم فامهم فاذا راه عدو الله ذاب كما يذوب

الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك

و لكن يقتله بيده فيريهم دمه في حربته رواه مسلم •

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষন (না) খৃষ্টানগণ আ'মাক কিম্বা জাবাক নামক স্থানে অবতরণ করিবে তখন মদিনায় এক দল সৈন্য যাহারা সেই সময়ে জমিবাসিদিগের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লোক হইবে তাহাদের দিকে বাহির হইবে, যখন তাহারা ব্যূহ রচনা করিবেন, তখন খৃষ্টানগণ বলিবে, যাহারা আমাদের লোককে বন্দী করিয়াছে, তাহাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পন কর, আমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। মুছলমানেরা বলিবেন, খোদার কছম, আমরা আমাদের ভ্রাতাগণকে তোমাদের হস্তে ত্যাগ করিব না। তখন ইহারা তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিবেন।

মুছলমানদিগের এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করিবে, আল্লাহ তাহাদের তওবা কখনও কবুল করিবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ নিহত হইবেন তাহারা আল্লাহতায়ালার নিকট শ্রেষ্ঠতম শহীদ হইবেন। আর একতৃতীয়াংশ জয়যুক্ত হইবেন, তাঁহারা কখন ও ফাছাদেপতিত

হইবেন না, তৎপরে কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিবেন। তাঁহারা জয়তুন বৃক্ষে নিজেদের তরবারী লটকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধ সামগ্রীগুলি বিভাগ করিতে থাকিবেন, এমতবস্থায় তাহাদের মধ্যে শয়তান শব্দ করিয়া বলিবে যে, দাজ্জাল তোমাদের পশ্চাতের দিক্ হইতে তোমাদের পরিজনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন তাঁহারা (দেশের দিকে) ধাবিত হইবেন, কিন্তু উক্ত সংবাদ বাতীল। তৎপরে যখন তাহারা শামদেশে উপস্থিত হইবেন, তখন দাজ্জাল বাহির হইবে। তাঁহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিবেন, বুহ্য রচনা করিতে থাকিবেন, হঠাৎ নামাজের একামত দেওয়া হইবে, এমতাবস্থায় মরয়েমের পুত্র ইছা (আঃ) (আছমান হইতে নামিয়া আসিবেন। তিনি উক্ত সৈন্যদলের সেনাপতি হইবেন। যখন খোদার শত্রু (দাজ্জাল) তাঁহাকে দেখিবে, তখন সে বিগলিত হইতে আরম্ভ করিবে, যেরূপ লবণ পানিতে বিগলিত হইয়া যায়।

যদি (হজরত) ইছা (আঃ) উহাকে ত্যাগ করিতেন (অর্থাৎ হত্যা না করিতেন), তবে সে বিগলিত হইয়া যাইত, এমন কি বিনষ্ট হইয়া যাইত, কিন্তু আল্লাহ উহাকে তাঁহার হস্তে হত্যা করিবেন, তিনি লোকদিগকে নিজের ক্ষুদ্র বল্লমে উহার রক্ত দেখাইবেন। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছে। ছহিহ মোছলেমের অন্য রেওয়াএতে আছে, এই যুদ্ধ চারি দিবস হইবে, প্রথম তিন দিবসে কোন পক্ষের জয় পরাজয় হইবে না, চতুর্থ দিবসে খৃষ্টানেরা পরাজিত হইবে; তাহাদের এত অধিক সৈন্য ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন যুদ্ধে নিহত হয় নাই, মুছলমানেরা জয়ী হইবেন, কিন্তু তাঁহাদের শতকরা একজন জীবিত থাকিবে। এমাম মাহদী এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিতে ধাবিত হইবেন।

انّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم قال هل

سمعتم بمدينة جانب منها في البر و جانب منها
في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم
الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بني اسحاق
فاذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح و لم يرموا
بسهم قالوا لا اله الا الله و الله اكبر فيسقط احد
جانبيها ثم يقولون الثانية لا اله الا الله و الله اكبر
فيسقط جانبها الاخر ثم يقولون الثالثة لا اله الا الله و الله
اكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقتسمون
المغانم اذ جاء هم الصريخ فقال ان الدجال
قد خرج فيتركون كل شيء و يرجعون رواه مسلم •

“নিশ্চয় নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা কি এরূপ একটি শহরের কথা শুনিয়াছ যাহার একদিক্ স্থলের এবং অন্য দিক সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। ছাহাবাগণ বলিলেন, হাঁ ইয়ারাছুলাল্লাহ, হজরত বলিলেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ (না) ইছহাক বংশীয় ৭০ সহস্র লোক উহা অধিকারের জন্য জেহাদ করে। যখন

তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইবেন, অবতরণ করিবেন, কিন্তু তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না, তীর নিক্ষেপ করিবেন না, তাঁহারা বলিবে লা এলাহা ইল্লাল্লাহ অল্লাহো আকবর, ইহাতে উক্ত শহরের উভয় দিকের এক দিক্ বিধ্বস্ত হইবে। তৎপরে তাঁহারা দ্বিতীয়বার উক্ত কলেমা উচ্চারণ করিবেন, ইহাতে উহার দিতীয় দিক্ বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে তৎপরে তাঁহারা উক্ত কলেমা উচ্চারণ করিবেন, ইহাতে তাঁহাদের জন্য উহার দ্বার মুক্ত হইয়া যাইবে, তখন তাঁহারা উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ সম্বার অধিকার করিবেন। তাঁহারা যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্যগুলি বণ্টন করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় একজন শব্দ-কারী আসিয়া বলিবে, নিশ্চয় দাজ্জাল বাহির হইয়াছে। তখন তাঁহারা প্রাত্যক বস্তু ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যোবর্ত্তন করিবেন। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَ خَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ وَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ وَ فَتْحُ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ ★

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, বয়তুল-মোকাদ্দেছের উন্নতির পরপরই মদিনা-শরিফ উৎসন্ন হইবে, মদিনা শরিফের উৎসন্ন হওয়ার পর-পরই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূত্রপাত হইবে. ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরপরই কনষ্টান্টিনোপল অধিকৃত হইবে, কনষ্টান্টিনোপলের অধিকৃত হওয়ার পরপরই দাজ্জাল বাহির হইবে। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত

করিয়াছেন।

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَ فَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَ يَخْرُجُ
الدَّجَّالُ فِى السَّابِعَةِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَ قَالَ هٰذَا اَصَحُّ *

নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও কনষ্টান্টিনোপল শহর অধিকৃত হওয়ার মধ্যে ছয় বৎসর সময় অতিবাহিত হইবে, দাজ্জাল সপ্তম বৎসরে বাহির হইবে। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন, ইহা সমধিক ছহিহ মত।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذْكُرُوْنَ قَالُوْا
نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا
عَشْرَ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَ الدَّجَّالَ وَ الدَّابَّةَ وَ طُلُوْعَ
الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ نُزُوْلَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ وَ ثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٍ بِالْمَشْرِقِ
وَ خَسْفٍ بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٍ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ اٰخِرُ

ذَالِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى

مَحْشَرِهِمْ وَ فِىْ رِوَايَةٍ رِيْحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ ★

হোজায়ফা বলিয়াছেন, আমরা সমালোচনা করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় নবি (ছাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে হজরত বলিলেন, তোমরা কিসের সমালোচনা করিতেছো? তাঁহারা বলিলেন, আমরা কেয়ামতের সমালোচনা করিতেছি। হজরত বলিলেন, নিশ্চয় উক্ত কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ (না) তোমরা উহার পূর্ব্বে দশটি বিষয় দেখিতে পাও। তৎপরে তিনি ধূম, দাজ্জাল, দাব্বাতোল-আরজ, পশ্চিম দিক্ হইতে সূর্য্য উদিত হওয়া, ইছা বেনেমরয়েমের নাজেল হওয়া, ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব, পূর্ব্বদেশে একস্থান, পশ্চিম দেশে একস্থান এবং আরব উপদ্বীপে একস্থান এই তিন স্থানে ভূমি ধসিয়া যাওয়া, উহার শেষ একটি অগ্নির কথা উল্লেখ করিলেন যাহা এমন হইতে বাহির হইয়া লোকদিগকে তাহাদের হাশরের স্থানের দিকে বিতাড়িত করিবে।

অন্য রেওয়াএতে আছে, একটি বায়ু লোকদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَاءِ

ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ

وَ الْبَغْىِ وَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ★

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার, পরোপকার ও আত্মীয়দিগকে দান করার আদেশ করেন এবং কুৎসিত ও মন্দ কার্য্য এবং অত্যাচার করিতে নিষেধ করেন, আর তিনি তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করেন, বিশেষ সম্ভব যে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার জেকর শ্রেষ্ঠতম।

সপ্তম—রমজানের খোৎবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ ★

জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক আল্লাহতায়ালার জন্য সর্ব্ববিধ প্রশংসা এবং রাছুলগণের নেতা, তাঁহার বংশধরগণ ও ছাহাবাগণ ও অবশিষ্ট নবিগণের উপর দরূদ ও ছালাম প্রেরিত হইক।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ غُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ ★

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় রমজান উপস্থিত হয়, তখন বেহেশতের দরওয়াজা গুলি খুলিয়া দেওয়া হয়, দোজখের

এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

দরওয়াজাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। —ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ اِلَّا الصَّائِمُونَ ●

হজরত বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে আটটি দরওয়াজা আছে, তন্মধ্যে রাইয়ান' নামীয় একটী দরওয়াজা আছে— উহার মধ্য দিয়া রোজাদারগণ ব্যতীত কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।— ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَ مَنْ قَامَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ★

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইমানের ও ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমজানের রোজা রাখে, তাহার পূর্ব্বতন গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি ইমানের ও ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমজানের রাত্রিতে (তারাবিহ) নামাজ পড়ে, তাহার পূর্ব্বের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ইমানের ও ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে শবে কদরের রাত্রে এবাদাতে দণ্ডায়মান থাকে, তাহার পূর্ব্বের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।— ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ

أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى إِلَّا

الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ

وَ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي - لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ

فِطْرِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ

أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ

وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَ لَا يَصْخَبْ

فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَأٌ صَائِمٌ ★

"আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎকার্য্যের নেকি দশগুণ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, (ইহা) রোজা ব্যতীত (অন্য কার্য্যের অবস্থা হইবে), কেননা উক্ত রোজা খাস আমার জন্য এবং আমি উহার সুফল প্রদান করিব। সে ব্যক্তি আমার জন্য নিজের কামনা ও খাদ্য ত্যাগ করিয়া থাকে। রোজা-দারের পক্ষে দুইটি আনন্দ হইবে—তাহার এফতার করার সময় এক আনন্দ এবং তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ করার সময় দ্বিতীয় আনন্দ। সত্যই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহতায়ালার নিকট মৃগনাভি অপেক্ষা সমধিক সৌরভময়। রোজা (গোনাহ হইতে রক্ষা করার) ঢাল স্বরূপ।

যখন তোমাদের এক জনের রোজার দিবস উপস্থিত হয়, তখন যেন সে ব্যক্তি মন্দ কথা না বলে এবং উচ্চ শব্দে প্রলাপোক্তি না করে। যদি কেহ উক্ত রোজাদারকে কটু কথা বলে কিম্বা তাহার সহিত বিরোধ করে, সে ব্যক্তি যেন বলে যে, আমি একজন রোজাদার ব্যক্তি।"—ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ★

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে এবং উহাতে সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর একটি রাত্রি আছে, যে ব্যক্তি উক্ত রাত্রি হইতে বঞ্চিত (মহরম) হইয়াছে নিশ্চয় সে ব্যক্তি সমস্ত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।—
এবনো মাজা।"

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ
مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ
اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ
فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً
فِيمَا سِوَاهُ وَ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى
سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ ثَوَابُهُ

الجنة ؛ شهر المواساة و شهر يزاد فيه رزق

المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه

و عتق رقبته من النار ●

"হজরত বলিয়াছেন, হে লোক সকল, সত্যই তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ মাস নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—মোবারক মাস, উহাতে সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর একটি রাত্রি আছে, আল্লাহতায়ালা উহার রোজা ফরজ এবং উহার রাত্রিতে নামাজ পাঠ নফল করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উক্ত মাসে কোন একটি সৎকার্য্য করে, সে ব্যক্তি যেন অন্য মাসে একটি ফরজ আদায় করিল। আর যে ব্যক্তি উহাতে একটি ফরজ আদায় করিল, সে ব্যক্তি যেন অন্য মাসে ৭০টী ফরজ আদায় করিল, উহা ছবরের মাস, ছবরের ছওয়াব বেহেশত, উহা (দরিদ্রদিগের) তত্ত্বাবধানের মাস, উক্ত মাসে ইমানদারের রুজি বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি উক্ত মাসে একজন রোজদারকে খাদ্য ভক্ষণ করায়, তাহার গোনাহগুলির মাফ হওয়ার ও তাহার শরীরের দোজখ হইতে মুক্তি হওয়ার কারণ হয়"—বয়হকি।

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر

من رمضان رواه البخاري ●

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা রমজানের শেষ দশ দিবসের বেজোড় রাত্রে শবে-কদর চেষ্টা কর।"—ছহিহ বোখারি।

كان رسول الله عليه و سلم يجتهد في العشر

الاواخر مالا يجتهد في غيره رواه مسلم ●

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য দিবসে যেরূপ সাধ্যসাধনা না করিতেন, রমজানের শেষ দশ দিবসে সেইরূপ সাধ্যসাধনা করিতেন।"—ছহিহ মোছলেম।

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا

دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَ اَحْيَى لَيْلَهُ وَ اَيْقَظَ اَهْلَهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ □

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) (রমজানের শেষ) দশ দিবস উপস্থিত হইলে এবাদত কার্য্যে মহাচেষ্টা করিতেন, উহার রাত্রি জাগরণ করিতে এবং নিজের পরিজনকে জাগ্রত করিতেন।"—ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَرَأَيْتَ

اِنْ عَلِمْتُ اَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُولُ فِيهَا

قَالَ قُولِي اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ

فَاعْفُ عَنِّي ★

"(হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি বলিয়াছিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি আমাকে বলুন, যদি আমি শবে-কদর কোন্ রাত্রি তাহা অবগত হইতে না পারি, তবে উক্ত সময়ে কি বলিব? হজরত বলিলেন, তুমি বল, 'আল্লাহোম্মা ইন্নাকা আফুওন, তোহে-ব্বোল আফওয়া, ফা'ফো আন্নি।" আহমদ, এবনো-মাজা ও তেরমেজি।

انّ النّبى صلّى الله عليه و سلّم كان يعتكف

العشر الاواخر من رمضان حتّى توفّاه الله ثمّ

اعتكف ازواجه من بعده *

"নিশ্চয় নবী (ছাঃ) রমজানের শেষ দশ তারিখে এ'তেকাফ করিতেন, এমন কি আল্লাহ তাঁহাকে গোরবাসি করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার পরে তাঁহার বিবিগণ এ'তেকাফ করিয়াছেন।"— ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم صوموا

لرؤيته و افطروا لرؤيته فان غمّ عليكم فاكملوا

عدة شعبان ثلثين □

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা উক্ত চন্দ্র দেখিয়া রোজা আরম্ভ কর এবং উহা দেখিয়া রোজা শেষ কর। যদি মেঘের জন্য চন্দ্র গোচরীভূত না হয়, তবে শা'বানকে ত্রিশ পূর্ণ করিয়া লও।" -- ছহিহ বোখারী ও মোছলেম।

لا يتقدّمنّ احدكم رمضان بصوم يوم او

يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم

ذلك اليوم ✪

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন রমজানের পূর্ব্বে এক দিবস বা দুই দিবস রোজা না রাখে, কিন্তু যদি এক ব্যক্তি (উক্ত দিবস) রোজা রাখার অভ্যাস করিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি উক্ত দিবসে রোজা রাখিবে।"—ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى

اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ★

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি যে দিবস সন্দেহ করা হয় (অর্থাৎ ৩০শে শা'বান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চন্দ্র দৃষ্টিগোচর না হইলে) উক্ত দিবসে রোজা রাখে, সে ব্যক্তি (হজরত) আবুল কাছেম (ছাঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করিল।"—আবুদাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ি।

تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً - نِعْمَ سَحُوْرُ

الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ●

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা (রমজানের শেষ রাত্রে) 'ছেহরী' খাও, কেননা উহাতে বরকত আছে। বোখারি ও মোছলেম ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। আরও তিনি বলিয়াছেন, ইমানদারের উত্তম 'ছেহরী' খোর্ম্মা।"—আবুদাউদ।

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَ صِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ

اَكْلَةُ السَّحَرِ ★

হজরত বলিয়াছেন, আমাদের এবং আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের রোজার মধ্যে প্রভেদ 'ছেহরি' খাওয়া।—ছহিহ মোছলেম।

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"হজরত বলিয়াছেন, লোকে যত দিবস সত্বর এফতার করিবে, তত দিবস সর্ব্বদা শান্তিতে থাকিবে।"— ছহিহ বোখারী ও মোছলেম।

لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ

لِاَنَّ الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ ★

হজরত বলিয়াছেন, যত দিবস লোকে সত্বরে এফতার করিবে, তত দিবস দীন ইসলাম প্রবল থাকিবে, য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা দেরিতে এফতার করিয়া থাকে।"—আবু দাউদ ও এবনো-মাজা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ★

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যতক্ষণ(না) ছোবহে কাজেবের পরে ছোবহে ছাদেক প্রকাশ হয়, ততক্ষণ তোমরা আহার ও পান করা

পূর্ব্বদিকে ভোর বেলা উত্তর দক্ষিণ লম্বা যে শ্বেত আভা প্রকাশ হয়, উহাকে ছোবহে ছাদেক বলে।

اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنَّهٗ بَرَكَةٌ

فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ فَاِنَّهٗ طَهُوْرٌ ★

হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ এফতার করে, তখন সে ব্যক্তি যেন খোর্ম্মা দ্বারা এফতার করে, কেন না উহা বরকত স্বরূপ। আর যদি খোর্ম্মা না পায়, তবে পানি দ্বারা এফ-তার করিবে, কেননা উহা পাককারী বস্তু।—আহমদ, তেরমেজি ও আবুদাউদ।

كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

হজরত এফতার করার সময় বলিতেন;—আল্লাহোম্মা লাকা ছোমতো অ-আলা রেজকেকা আফতারতো।—আবুদাউদ।

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَ الرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ ★

(হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) রোজাকে বাতীল কথা ও কার্য্য হইতে পাক করার ও দরিদ্রদিগের খোরাকের উদ্দেশ্যে ছদকায় ফেৎর ওয়াজেব করিয়াছেন।—আবুদাউদ।

وَ اَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ □

হজরত (ছাঃ) লোকদিগের (ঈদের) নামাজ পড়িতে বাহির হওয়ার পুর্ব্বে উক্ত ছদকায় ফেৎর আদায় করিয়া দিতে হুকুম করিয়াছিলেন।—ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

এক সের নয় ছটাকের কিছু বেশী গম বা ময়দা বা উহার মূল্য প্রত্যেক ব্যক্তির ছদকায় ফেৎর হইবে। ধান্য ও চাউল দিবার ইচ্ছা করিলে, উক্ত পরিমাণ ময়দা বা গমের মূল্যে যে পরিমাণ ধান্য ও চাউল হয় তাহাই দিতে হইবে।

مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্ব্ব হইতে রোজা আরম্ভ হওয়ার নিয়ত না করে, তাহার রোজা হইবে না। আবুদাউদ ইহা হজরত বিবি হাফছার (ছাঃ) কথা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক বলেন, দিবসে দ্বিপ্রহরের অগ্রে রোজার নিয়ত করিলে, রোজা জায়েজ হইবে, কিন্তু রোজার নিয়ত করা ফরজ।

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ

حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ ◆

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাতীল কথা ও বাতীল কার্য্য ত্যাগ না করে খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করা আল্লাহতায়ালার অভিপ্রেত নহে।" বোখারী ও মোছলেম ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِيْ رَمَضَانَ وَ هُوَ

جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَ يَصُوْمُ ◆

"রমজানে স্বপ্নদোষ ভিন্ন নাপাক অবস্থায় হজরতের ফজর হইয়া যাইত, ইহাতে তিনি গোছল করিয়া রোজা রাখিতেন, মোছলেম।

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ
صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ★

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় ভূলক্রমে পানাহার করে, সে ব্যক্তি যেন নিজের রোজা পূর্ণ করে, কেননা আল্লাহ তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন।"—বোখারি ও মোছলেম।

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ مَالَكَ
قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً
تُعْتِقُهَا قَالَ لَا - قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ
سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ
تَمْرٌ قَالَ خُذْ هَذَا وَتَصَدَّقْ بِهِ ★

"একজন লোক আগমন করিয়া বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আমি বিনষ্ট হইয়াছি। হজরত বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে

ব্যক্তি বলিল, আমি রোজাদার অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করিয়াছি। ইহাতে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি কি গোলাম আজাদ করিতে পার? সে ব্যক্তি বলিল, না। হজরত বলিলেন, তুমি কি ধারাবাহিক দুইমাস রোজা করিতে পার? সে ব্যক্তি বলিল, না। হজরত বলিলেন, তুমি কি ৬০ জন দরিদ্রকে খাদ্য ভক্ষণ করাইতে পার? সে ব্যক্তি বলিল, না। আমরা এই অবস্থায় ছিলাম, নবী (ছাঃ) এর নিকট এক থলী খোর্মা নীত হইল, হজরত বলিলেন, তুমি ইহা লইয়া ছদকা কর।" বোখারী ও মোছলেম।

لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَ الْاَضْحٰى

"হজরত বলিয়াছেন, ইদোল ফেৎর ও বকরা ইদে এই দুই দিবসে রোজা রাখিতে নাই।"—বোখারী ও মোছলেম।

اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ ذِكْرِ اللهِ

"হজরত বলিয়াছেন, কোরবানির দিবসগুলি পানাহার করা ও আল্লাহতায়ালার জেক্র করার দিবস।"—ছহিহ মোছলেম।

"জেলহাজ্জের ৯ই হইতে ১৩ই আছর পর্য্যন্ত যে ফরজ নামাজ জামায়াত সহ আদায় করা হইয়া থাকে, উহার ছালামের পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া ওয়াজেব,—আল্লাহো-আকবর, আল্লাহো-আকবর, লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহো-আকবর, আল্লাহো-আকবর, অলিল্লাহেল-হাম্‌দ।"

وَ لَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ

———

অষ্টম—ইদোল-ফেৎরের খোৎবা।

الحمد لله الازلي الابدي الذي اضاء النور

الاحمدى - و اشرق الضياء المحمدي - و اصلي

و اسلم على رحمة للعلمين و شفيع المذنبين

و اله و صحبه اجمعين ☐

"যে আল্লাহ আহমদী নুর ও মোহাম্মদী জ্যোতিঃ আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসা করিতেছি এবং জগদ্বাসিদিগের রহমত ও গোনাহগারদের শাফায়াতকারী নবির উপর এবং তাঁহার সমস্ত বংশধর ও ছাহাবার উপর দরুদ ও ছালাম প্রেরণ করিতেছি।"

قال النبي صلى الله عليه و سلم اخرجوا

صدقة صومكم فرض رسول الله صلى الله عليه

و سلم هذه الصدقة صاعا من تمر او شعير

او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوك

ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا ●

"(জনাব) নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের রোজার ছদ্‌কা বাহির কর। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক স্বাধীন কিম্বা গোলাম পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের উপর খোর্ম্মা বা যবের এক 'ছায়া অথবা গমের অৰ্দ্ধ 'ছায়া' এই ছদ্‌কা ওয়াজেব করিয়াছেন। —আবুদাউদ ও নাছায়ী।

এক ছায়া ৩ সের আধ পোয়ার কিছু বেশী হইবে। গম দিতে ইচ্ছা করিলে, এক সের নয় ছটাকের কিছু বেশী দিতে হইবে। উহার মূল্য দিতেও পারে।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ •

"(জনাব) নবী (ছাঃ) ইদোল-ফেৎর ও বকরা ইদের দিবস ইদ্‌-গাহের দিকে গমন করিতেন।"—বোখারী ও মোছলেম।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ইদগাহে ইদ পাঠ করা সুন্নত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَ اِبْنُ مَاجَةَ *

"(সাহাবা) আবু হোরায়রা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইদের দিবস একবার বর্ষায় লোকে ভিজিয়া গিয়াছিল, এই হেতু (হজরত)

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ফাউন্ডেশন স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

নবী (ছাঃ) তাঁহাদের সহিত মছজিদে ইদের নামাজ পড়িয়াছিলেন।
—আবুদাউদ ও এবনে মাজা।

عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه
وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما
فقال ما هذان اليومان قالوا نلعب فيهما
في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم
الاضحى ويوم الفطر رواه ابو داؤد *

"(হজরত) আনাছ বলিয়াছেন, নবী (ছাঃ) মদিনা শরিফে আগমণ করিয়াছিলেন, মদিনাবাসীদের দুইটি দিবস ছিল—উহাতে তাহারা ক্রীড়া কৌতুক করিতেন, ইহাতে হজরত বলিলেন, এই দুইটি দিবস কি? তাঁহারা বলিলেন, আমরা অজ্ঞতার (জাহিলিয়তের) জামানায় উহাতে ক্রীড়া কৌতুক করিতাম। তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে এই দুই দিবসের পরিবর্ত্তে এতদ, অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দুইটি দিবস প্রদান করিয়াছেন,—উহা ইদোল-ফেৎর ও কোরবানির ইদ।"—আবুদাউদ।

قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,—"এবং আল্লাহতায়ালার বান্দাগণ অন্য জাতির পূজা-পর্ব্বের মেলায় উপস্থিত হন না।" ইহা ছুরা ফোরকানের শেষ রুকুতে আছে।

আলমগিরি ও কাজিখানে আছে, যাহারা অমুসলমানের পূজা-পর্ব্বের মেলায় শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গমন করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে ও তাহার সমস্ত নেকী বরবাদ হইবে।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُوْ

يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ●

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যতক্ষণ কতকগুলি খোর্ম্মা ভক্ষণ না করিতেন, ততক্ষণ ইদোল-ফেৎরের দিবস ইদগাহে গমন করিতেন না—বোখারী।

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا كَانَ

يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ★

"(জনাব) নবী (ছাঃ) ইদের দিবস এক পথ দিয়া ইদগাহে গমন করিতেন, ফিরিবার সময় অন্য পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতেন।" —বোখারী।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ لَا اَذَانَ لِلصَّلٰوةِ

يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْاِمَامُ وَ لَا بَعْدَ مَا

يَخْرُجُ وَ لَا اِقَامَةَ وَ لَا نِدَاءَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ●

"(হজরত) জাবের বেনে আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, ইদোল ফেৎরের দিবস এমাম বাহির হওয়ার সময় এবং বাহির হওয়ার পরে ইদের নামাজের জন্য আজান, একামত এবং শব্দ করা হইত না।"—মোছলেম।

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ

كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ★

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখে, তৎপরে শাওয়ালের চাঁদে ছয়টি রোজা রাখে, সে ব্যক্তি যেন সম্পূর্ণ বৎসর রোজা রাখিল।"—ছহিহ মোছলেম।

এই ছয়টি রোজা এক সঙ্গে বা পৃথক পৃথক ভাবে রাখা জায়েজ।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ

طَيِّبٌ وَ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ

السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ

يَا رَبِّ وَ مَطْعَمُهٗ حَرَامٌ وَ مَشْرَبُهٗ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُهٗ

حَرَامٌ وَ غُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ □

"(হজরত) নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক, এবং তিনি পাক অর্থ ব্যতীত কবুল করেন না। তৎপরে তিনি এরূপ এক

ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন—যে ব্যক্তি রুক্ষ-কেশ ধূলায় ধূসরিত অবস্থায় বহু দিবস বিদেশ যাপন করে, হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক বলিয়া আছমানের দিকে নিজের দুই হাত উত্তোলন করে, অথচ তাহার খাদ্য হারাম, তাহার পোষাক হারাম, তাহার পানীয় (শরবত) হারাম এবং হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, কোথায় তাহার দোয়া কবুল করা হইবে"—ছহিহ মোছলেম।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم درهم ربوا ياكله الرجل و هو يعلم اشد من ستة و ثلثين زنية رواه احمد و الدار قطني □

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সুদের একটি দেরম যাহা মনুষ্য জ্ঞাতসারে ভক্ষণ করে, ৩৬বার জেনা (ব্যভিচার) অপেক্ষা সমধিক কঠিন"—দারকুৎনি।

اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل قال هؤلاء اكلة الربوا رواه احمد و ابن ماجة ★

"হজরত বলিয়াছেন, যে রাত্রে আমাকে মে'রাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেই রাত্রে আমি এরূপ একদল লোকের নিকট নীত

হইয়াছিলাম—যাহাদের উদর গৃহসমূহের ন্যায়, তন্মধ্যে সর্প সকল রহিয়াছে, তৎসমুদয় তাহাদের উদরের বাহির হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে, তদ্দর্শনে আমি বলিলাম, হে জিবরাইল, ইহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা সুদখোর।".. আহমদ ও এবনো-মাজা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ اَمْوَالَ

الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ●

আল্লাহ বলিয়াছেন, নিশ্চয় যাহারা পিতৃহীন সন্তানগণের অর্থ-রাশি ভক্ষণ করে, তাহারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করিতেছে। ইহা ছুরা বাকারের ৩৮ আয়তে আছে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ

شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ *

"নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অত্যাচার পূর্ব্বক জমিনের এক বিঘত পরিমাণ কাড়িয়া লয়, কেয়ামতের দিবস সাত স্তর জমিন পর্য্যন্ত উহা লইয়া তাহার গলবন্ধন করা হইবে।"—বোখারি ও মোছলেম।

مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهٖ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرَضِيْنَ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযথা ভাবে সামান্য পরিমাণ জমিন কাড়িয়া লয়, কেয়ামতের দিবস সাত স্তর জমিন অবধি তাহাকে প্রোথিত করিয়া ফেলা হইবে।"—বোখারি।

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জমিনের চিহ্ন (আইল) পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, আল্লাহ তাহার উপর লানত প্রদান করেন।" মোছলেম।

ثَلٰثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ *

"আল্লাহ বলিয়াছেন, তিনটি লোকের নিকট কেয়ামতের দিবস আমিই দান গ্রহণকারী হইব, তন্মধ্যে একজন এই—যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মনুষ্যকে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য ভক্ষণ করিয়াছে।" মোছলেম।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ☐

আল্লাহ বলিয়াছেন, নিশ্চয় যাহারা অত্যাচারভাবে এতিমদিগের অর্থ সম্পত্তি আত্মসাৎ করে, তাহারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করিতেছে।—ছুরা নেছা, ১ম রুকু।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ۝ وَ اِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

"যে পাল্লায় ওজনকারীরা—যখন লোকের নিকট হইতে পরিমাণ করিয়া লয়, তখন পূর্ণ করিয়া লয় এবং যখন তাহাদিগকে ওজন করিয়া দেয়, তখন কম করিয়া দেয়, তাহাদের জন্য 'ওয়েল' হইবে।" ছুরা তংফিফ।

سُبْحَانَ اللهِ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

আল্লাহতায়ালার প্রশংসার সহিত তাঁহার পাকি বর্ণনা করিতেছি বোজর্গ আল্লাহতায়ালার পাকি বর্ণনা করিতেছি। জগদ্বাসীদিগের প্রতিপালক আল্লাহতায়ালার সর্ব্ববিধ প্রশংসা।

জুমা'র খোৎবার ছানি খোৎবাটী ইহার পরে পড়িবেন।

বকরা-ইদের খোৎবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং দরুদ ও ছালাম রাছুলুল্লাহর উপর প্রেরিত হউক।

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ -

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝

আল্লাহ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই। আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর জন্যই প্রশংসা।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّيَ ★

নবি (ছাঃ) বকরা-ইদের দিবস যতক্ষণ নামাজ না পড়িতেন, ততক্ষণ ভক্ষণ করিতেন না—তেরমেজি।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَذْبَحُ وَ يَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ★

নবি (ছাঃ) ইদগাহে ছাগল, গরু জবেহ করিতেন এবং উট কোরবাণী করিতেন। সহিহ বোখারী।

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَ الْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ □

'নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, গরু সাত জনের পক্ষ হইতে এবং উট সাতজনের পক্ষ হইতে কোরবানি হইবে।" মোছলেম।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَ اَرَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهٖ وَ بَشَرِهٖ شَيْئًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ *

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় জেল-হজ্জ মাসের দশ দিবস উপস্থিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কোরবাণী করার ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি যেন নিজের কেশের কিছু মুণ্ডন ও নখের কিছু কর্ত্তন না করে।"— মোছলেম।

ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهٖ وَ سَمّٰى

وَ كَبَّرَ قَالَ رَاَيْتُهٗ وَاضِعًا قَدَمَهٗ عَلٰى صِفَاحِهِمَا ✪

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) দুইটি শৃঙ্গধারী শ্যামল পুংছাগল কোরবাণী করিয়াছিলেন। তিনি নিজের হস্তে উক্ত ছাগলদ্বয়কে জবেহ করিয়াছিলেন এবং বিছমিল্লাহে আল্লাহো-আকবর বলিয়াছিলেন। সাহাবা বলেন, আমি হজরতকে নিজের পা ছাগলদ্বয়ের পার্শ্বদেশে স্থাপন করিতে দেখিয়াছিলাম।"—বোখারী ও মোছলেম।

ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ

كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اِنِّىْ

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ

وَ اُمَّتِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ ★

"নবি (ছাঃ) কোরবাণীর দিবস দুইটী শৃঙ্গধারী খাসি ছাগল জবহ করিয়াছিলেন। যখন তিনি উক্ত খাসি ছাগল দুইটীকে কেবলা মুখ করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, "ইন্নি অজ্‌জাহতো ض অজ্‌হিয়া লিল্লাজি ফাতারাছ ছামাওয়াতে অল-আরদা আ'লা মেল্লাতে এবরাহিমা হানিফাঁও অমা-আনা মেনাল মোশরেকিন। ইন্না ছালাতিওয়া-নোছোকি অমাহাইয়া-ইয়া অ-মামাতি লিল্লাহে রাব্বেল আ'লামিন, লাশারিকালাহু ওয়-বেজালেকা ওমেরতো অ-আনা মেনাল-মোছলেমিন, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা আ'ন মোহাম্মাদেন ওয়া-উম্মতেহি বিছ্‌মিল্লাহে আল্লাহো আকবর।" তৎপরে তিনি জবহ করিলেন।' আহমদ, আবু দাউদ ও এবনোমাজা

পাঠক, বর্ত্তমানে কেহ কোরবানির দোয়া পড়িতে গেলে, আ'ন মোহাম্মাদেন ওয়া-উম্মাতেহি' এই শব্দগুলি বলিবে না।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَذْبَحُوْا

اِلَّا مُسِنَّةً ●

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা 'মোছেন্না' ব্যতীত জবাহ করিও না।"—মোসলেম।

পাঁচ বৎসরের উট, দুই বৎসরের গরু এবং এক বৎসরের ছাগলকে মোছেন্না বলা হয়।

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَقَالَ اَرْبَعًا اَلْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَ الْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَ الْعَجْفَاءُ الَّتِى لَا تُنْقِي رَوَاهُ مَالِكٌ وَ اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ ☐

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ, (সাঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, কোন্ কোন্ পশু কোরবাণী করা হইবে না ? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, চারি প্রকার পশু কোরবানী করিও না, (১) যে খঞ্জ পশুর খঞ্জ হওয়া প্রকাশ্য, (২) যে অন্ধ পশুর অন্ধ হওয়া স্পষ্ট, (৩) যে পীড়িত পশুর পীড়া প্রকাশ্য, (৪) যে দুর্ব্বল পশুর অস্থি সমূহে মজ্জা (মগজ) নাই।"—মালেক, আহমদ, তেরমেজি, আবু দাউদ ও নাছায়ি।

قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَ الْاُذُنَ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِىُّ

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদিগকে চক্ষু ও কর্ণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।" তেরমেজি, আবু দাউদ ও নাছায়ি।

হেদায়া কেতাবে আছে. কোন জীবের কর্ণের অধিকাংশ কর্ত্তন করা হইলে কিম্বা চক্ষের অধিকাংশ অন্ধ হইলে বা অন্য কোন অঙ্গের অধিকাংশ কর্ত্তন করা হইলে, উহাতে কোরবানী করা জায়েজ হইবে না।

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ نُضَحِّيَ

بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ □

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদিগকে এরূপ পশু কোরবানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন—যাহার শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া উহার মজ্জা (মগজ) বাহির হইয়া গিয়াছে।—এবনো-মাজা।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا عَمِلَ

اِبْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ

اِهْرَاقِ الدَّمِ وَ اِنَّهٗ لَيَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِهَا وَ اَشْعَارِهَا

وَ اَظْلَافِهَا وَ اِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ

بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اِبْنُ مَاجَةَ *

"রাছুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন. আদম সন্তান কোরবাণির দিবস (পশুর) রক্তপাত অপেক্ষা আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক প্রীতি-জনক কোন কার্য্য করে নাই, নিশ্চয় উক্ত পশু কেয়ামতের দিবস উহার শৃঙ্গ, লোম ও ক্ষুরসহ উপস্থিত হইবে এবং রক্ত মৃত্তিকায় পতিত হওয়ার পূর্ব্বে উহা আল্লাহতায়ালার নিকট মহা দরজা লাভকরে।

কাজেই তোমরা নিজেদের প্রাণকে আনন্দিত কর।" তেরমেজি ও এবনো-মাজা।

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইদের নামাজের অগ্রে জবাহ করিয়া থাকে, সে যেন তৎপরিবর্তে দ্বিতীয় পশু জবাহ করে।"—বোখারি ও মোছলেম।

اِنَّ اِبْنَ عُمَرَ قَالَ اَلْاَضْحٰى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ

الْاَضْحٰى رَوَاهُ مَالِكٌ قَالَ وَ بَلَغَنِيْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

اَبِيْ طَالِبٍ مِثْلُهُ ◻

"নিশ্চয় এবনো-ওমার বলিয়াছেন, বকরা ইদের পরে দুই দিবস পর্য্যন্ত কোরবাণি হইবে। (হজরত) আলি বেনে আবিতালেব হইতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।"—মোয়াত্তায়-মালেক।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ o فَلَمَّا بَلَغَ

مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ

اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز

سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ o فَلَمَّا اَسْلَمَا

وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ۚ وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ ۙ قَدْ صَدَّقْتَ

الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ٥ اِنَّ هٰذَا

لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ٥ وَ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ٥ وَ تَرَكْنَا

عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۖ سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ٥ كَذٰلِكَ

نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ★

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, তৎপরে আমি উক্ত এবরাহিমকে একটি সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করিলাম, অনন্তর যখন উক্ত পুত্র তাঁহার সহিত দৌড়িবার শক্তি শঞ্চয় করিল, তিনি বলিলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র, নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিতেছি যে, সত্যই আমি তোমাকে জবাহ করিতেছি, এখন তুমি কি মত ধারণ কর, তাহা চিন্তা কর। পুত্র বলিল, হে পিতা, তুমি যাহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা সম্পন্ন কর, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনি অচিরে আমাকে ধৈর্য্যধারিগণের অন্তর্গত পাইবেন। পরে যখন তাঁহারা উভয়ে (আল্লাহতায়ালার) আদেশ মান্য করিলেন, এবং তিনি উক্ত পুত্রটিকে মুখমণ্ডলের উপর শয়ন করাইলেন এবং আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, হে এবরাহিম, নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্য জানিয়াছ, নিশ্চয় আমি নেককারদিগকে এইরূপ সুফল প্রদান করিয়া থাকি। সত্যই ইহা স্পষ্ট পরীক্ষা এবং আমি একটি বড় পশু তাহার বিনিময় প্রদান করিলাম এবং পরবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে এই পশু জবাহ্ করার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলাম, এবরাহিমের উপর ছালাম, আমি সৎলোকদিগকে এইরূপ সুফল প্রদান করিয়া থাকি।"

ছুরা ছাফ্যাৎ ৩ রুকু।

قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله ما هذه الاضاحى قال سنة ابيكم ابرا هيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال لكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة ٭

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়ারাছুলাল্লাহ, এই কোরবাণীর জীবগুলি কি? তিনি বলিলেন, তোমাদের পিতা এবরাহিম (আঃ) এর নিয়ম (তরিকা), তাহারা বলিলেন, ইয়ারাছুলাল্লাহ, উহাতে আমাদের কি ফল হইবে? হজরত বলিলেন, প্রত্যেক কেশের পরিবর্ত্তে এক একটি নেকি হইবে? তাঁহারা বলিলেন, লোমের কি ফল? হজরত বলিলেন, প্রত্যেক লোমের পরিবর্ত্তে এক একটি নেকি হইবে।

من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শক্তি সমর্থ পাইয়া কোরবাণি না করিল, সে ব্যক্তি যেন আমার ইদগাহের নিকট উপস্থিত না হয়।

نحر النبي صلى الله عليه و سلم عن نسائه بقرة في حجته □

(জনাব) নবি (ছাঃ) নিজের স্ত্রীগণের পক্ষ হইতে তাঁহার হজ্জের সময় একটি গরু জবাহ করিয়াছিলেন— সহিহ মোছলেম।

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ *

"আমরা হোদায়বিয়ার বৎসরে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত সাত সাতজনের পক্ষ হইতে এক একটি উট ও সাত সাত জনের পক্ষ হইতে এক একটি গরু কোরবানি করিয়াছিলাম।" সহিহ মোছলেম।

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

নেকাহের খোৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ

مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ

يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ

اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ

مُسْلِمُوْنَ ٥ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ

بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ٥ يَا اَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ

لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ٥

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন

এই খোৎবা পড়িয়া পরে ইজাব কবুল করাইবে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—